২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ ন' টাকা

নবনমেলা

বিশেষ কমিক্স সংখ্যা—১

❑ সঙ্গে আর্চি, ব্যাটম্যান, টারজান, হি-ম্যান, গাবলু, রোভার্সের রয় এবং টিনটিনের ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী: নীলকমল

❑ সম্পূর্ণ কমিক্স
শেষ উত্তরাধিকার,
মরুকন্যার অভিশাপ,
এ কি শুধু খেলা

❑ আরও আকর্ষণ
কুইজে কমিক্সের ইতিহাস

দু' সংখ্যায় সমাপ্য টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার

কালো সোনার দেশে

পুরোটাই রঙিন

আপনার বাচ্চার শক্তসবল হ'য়ে
বেড়ে ওঠার জন্য এবং
চোস্ত থাকার জন্য যা যা চাই
পুষ্টি — কেন প্রয়োজন
দুধের প্রোটিন — শরীর ও মস্তিষ্কের পুষ্টির জন্য।
দুধের চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট্‌স — কাজেকর্মে শক্তির ইন্ধন জোগাতে।
ক্যালশিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন-ডি — শক্ত হাড় ও দাঁতের জন্য। রিকেট থেকে বাঁচায়।
ফলিক্ অ্যাসিড, লোহা ও ভিটামিন বি-২ — স্বাস্থ্যকর রক্তের জন্য যা অবসাদ দূর করে।
সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্লোরাইড — ইলেক্‌ট্রোলাইট ভারসাম্য এবং মাংসপেশীর কাজ উন্নত করার জন্য।
জিঙ্ক — দেহের বাড়-বাড়ন্ত এবং ক্ষতাদি থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার জন্য।
ম্যাগনেশিয়াম — উন্নততর মাংসপেশীর নিয়ন্ত্রণ ও হাড়ের গঠনের জন্য।
ভিটামিন-এ — উত্তম দৃষ্টিশক্তির জন্য।
ভিটামিন-সি — রোগ প্রতিরোধ-শক্তি এবং ক্ষতাদি থেকে সত্বর সেরে ওঠার জন্য।
ভিটামিন-বি ১ ও বি ৬ — প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটগুলির সদ্ব্যবহার করিয়ে দেহকে ঠিকমত বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য।
ভিটামিন-ই — নির্মল স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য।
ভিটামিন-কে — রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপার স্বাভাবিক রাখার জন্য।
সতর্ক মস্তিষ্ক
উত্তম দৃষ্টিশক্তি
শক্ত দাঁত
নির্মল ত্বক
সুস্থ্য রক্ত
শক্ত হাড়
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
চট্‌পট্ সেরে ওঠার ক্ষমতা
Sapan
ACTIVE 25
COMPLETE GROWTH FOOD
NO NEED TO ADD MILK
মহান দেহবর্ধক
সপন
অ্যাক্টিভ-25
অ্যাক্টিভ দেহের জন্য – অ্যাক্টিভ মস্তিষ্কের জন্য
অ্যাক্টিভ কর্মময় প্রজন্মের জন্য
বিনামূল্যে প্রতিটি ৫০০ গ্রামের প্যাকের সঙ্গে ৬টি স্কেচ পেন।
MAA COMMUNICATIONS-DEL-BEN

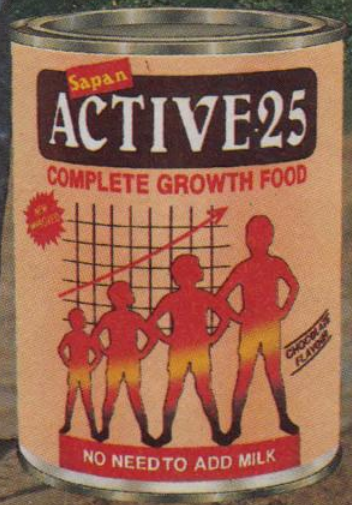

সূচিপত্র

৯ পৌষ ১৩৯৮ ❑ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ ❑১৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা

আনন্দমেলা

বিশেষ কমিক্‌স সংখ্যা—১

■ সম্পূর্ণ কমিক্‌স ■
টিনটিন : কালো সোনার দেশে (প্রথমাংশ)
হার্জ ২৫
এ কি শুধু খেলা ৭
শেষ উত্তরাধিকার ১৫
মরুকন্যার অভিশাপ ৫৮
■ বিশেষ নিবন্ধ ■
টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জ আশিস উপাধ্যায় ৫
■ নিয়মিত কমিক্‌স ■
আর্চি ১১, ব্যাটম্যান ১৪, রোভার্সের রয় ২১, টারজান ২৩, হি-ম্যান ৫৩, টিনটিন ৬৩, গাবলু ৬৫
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি
বিমল কর ৬৭
স্বপ্নের বাগান সমরেশ মজুমদার ৭১
■ নিয়মিত বিভাগ ■
কুইজ ৫৪, শব্দসন্ধান ৭৪

■ আগামী সংখ্যা ■

বিশেষ কমিক্‌স সংখ্যা—২

'কালো সোনার দেশে'-র বাকি অংশ প্রকাশিত হবে এই সংখ্যায়। টিনটিনের এই চিত্রকাহিনীর প্রতিটি পাতাই রঙিন। তা ছাড়াও থাকবে আরও অনেক কমিক্‌স।

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ন' টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

টিনটিনকে চেনে না এমন মানুষ খুব কমই আছেন। সারা বিশ্বে ৪০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে টিনটিন কমিক্‌স। সব ভাষাতেই সে সমান জনপ্রিয়। এই সম্মান টিনটিন ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। এবার আমরা টিনটিনের যে-চিত্রকাহিনীটি প্রকাশ করছি, সেই 'কালো সোনার দেশে' প্রায় এক যুগ আগে আনন্দমেলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন আনন্দমেলার কলেবর ছিল ছোট। পাঠক-পাঠিকারা আমাদের বহুবার অনুরোধ জানিয়েছে, আমরা যেন ওই অসাধারণ চিত্রকাহিনীটি আবার প্রকাশ করি। তাদের অনুরোধেই কালো সোনার দেশে আবার প্রকাশিত হল। রঙিন এই চিত্রকাহিনীটি আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।

৫ টাকা বাঁচান

কমপ্লান কিনে

আপনার মনের মত কমপ্লান এখন সুবিধেজনক ৫০০ গ্রাম রিফিল প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে। এতে আপনি টিন প্যাকের চেয়ে ৫ টাকা কমে কমপ্লান-এর সমস্ত পুষ্টিগুণ ও স্বাদ পুরোপুরি পাচ্ছেন !

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

নতুন রিফিল প্যাক

ম্যাংগো, চকোলেট ও রেগুলার স্বাদগন্ধে পাওয়া যাচ্ছে

শুধু কয়েকটি বাছাইকরা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

GX/57/234 BEN

বিশেষ নিবন্ধ

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জ

টিনটিন কমিক্স-এর স্রষ্টা হার্জ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর আসল নাম জর্জ রেমি। তাঁর এই কমিক্স বই বিক্রি হয়েছে প্রায় ১০ কোটি কপি। রোমাঞ্চকর টিনটিন কমিক্সের কথা লিখেছেন আশিস উপাধ্যায়

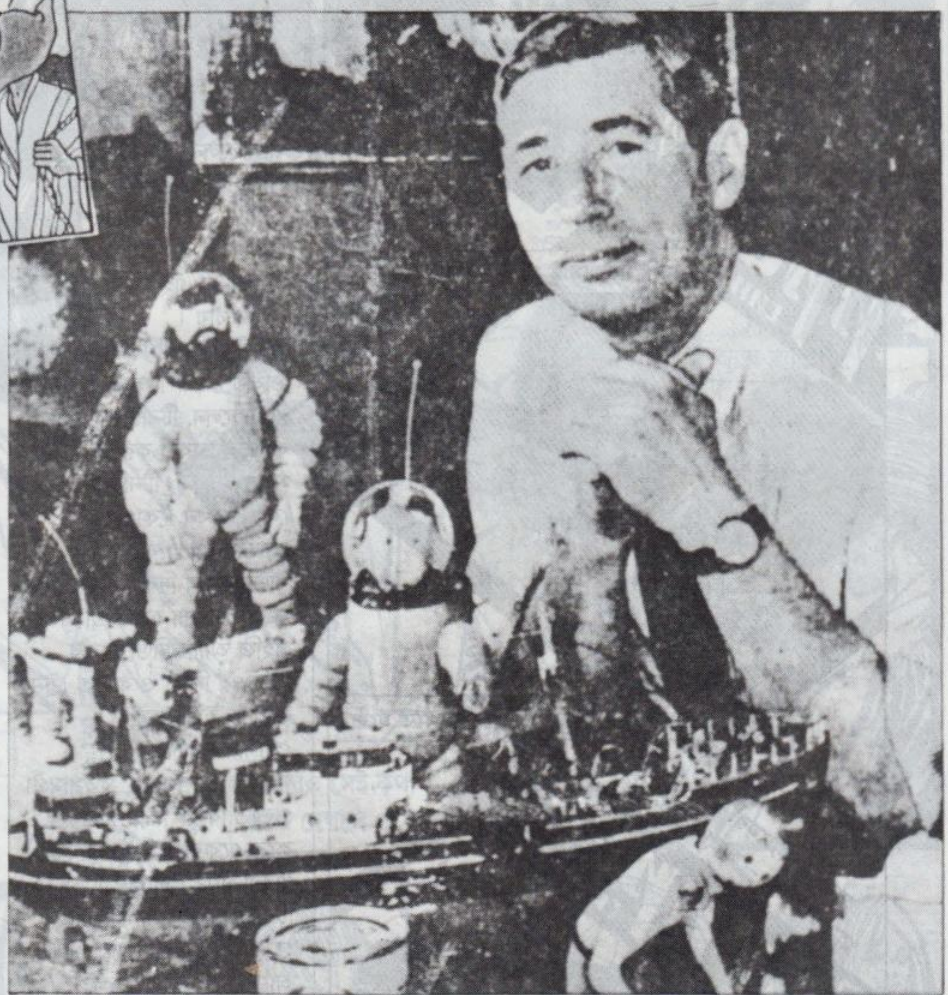

নিজের স্টুডিওয় হার্জ

হার্জ ও টিনটিন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি দু'জনেই সমান বিখ্যাত। সারা বিশ্বে ৪০টিরও বেশি ভাষায় টিনটিন কমিক্স অনূদিত হয়েছে। টিনটিনের বই বিক্রি হয়েছে কয়েক কোটি। ১৯২৯ থেকে শুরু। দেখতে দেখতে টিনটিনের বয়সও ৬০ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজও তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। বরং আরও নানা ভাষায় টিনটিন কমিক্স অনুবাদের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শ্রেষ্ট সৃষ্টিগুলির একটি এই টিনটিন।

টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ কিন্তু তাঁর ছদ্মনামেই বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর আসল নাম জর্জ রেমি। বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌স শহরে ১৯০৭ সালের ৫ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলেক্সি রেমি। আর পাঁচজন সাধারণ শিশুর মতোই শৈশব কেটেছিল জর্জ রেমির। তবে স্কুলের স্কাউট দলের তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য।

শৈশবের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে জর্জ রেমি পরে বলেছিলেন, স্কাউট দলের সঙ্গে তাঁর সেই দিনগুলি ছিল সত্যিই রোমাঞ্চকর। একটি স্কাউট পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম ড্রয়িং প্রকাশিত হয়। বেশ ভাল স্কাউট ছিলেন জর্জ রেমি। বেলজিয়ামের জাতীয় স্কাউটিং পত্রিকা 'লে বয়স্কাউট বেল্‌জে'-এর প্রকাশনা তিনিই শুরু করেন। এক সময় তিনি চাকরি করতেন একটি ক্যাথলিক পত্রিকার 'সার্কুলেশন' বিভাগে। পত্রিকাটির কর্ণধার ছিলেন ফাদার নরবার্ট ওয়ালেজ। জর্জ রেমির তখন বয়স ২১। ফাদার ওয়ালেজ জানতে পেরেছিলেন, রেমি ভাল ড্রয়িং করেন। তিনি তাঁর আঁকা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন ছেলেটির প্রতিভা আছে। তিনি তখন তাঁর পত্রিকায় শিশুদের একটি বিভাগ সংযোজনের দায়িত্ব দিলেন জর্জ রেমিকে। এ সেই ১৯২৮ সালের কথা। পরের বছরই আত্মপ্রকাশ করে টিনটিন।

সোনামুখে সোনা হাসি ঝরলে — স্ন্যাপার

মিষ্টি মিঠু মিষ্টি হাসি দিলে — স্ন্যাপার

স্ন্যাপার — মধুর কিছু ধরে রাখতে হলে

স্ন্যাপার ক্যামেরা
স্ন্যাপার সহজ — স্ন্যাপার ভরসাযোগ্য

বিপণনে : আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ULKA 13145-BEN

রিপোর্টার অ্যাডভেঞ্চারার টিনটিনকে সেই প্রথম দেখা গেল ট্রেনে চেপে সে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে।

টিনটিন ও তার পোষা কুকুর কুট্টুসের প্রথম প্রকাশের দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৯-এ Le Petit Vingtieme পত্রিকার ১০ জানুয়ারি সংখ্যায় তারা আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের দেখা গেছে ২৩টি বইয়ে, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যে বইগুলি বিক্রি হয়েছে মোট প্রায় ১০ কোটি কপি। এ-এক রেকর্ড! ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট চার্ল্‌স দ্য গল একবার বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একজন। টিনটিন। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। টিনটিনের জনপ্রিয়তা যে কী বিপুল, তা এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়।

মূল টিনটিন কমিক্‌স ফরাসি ভাষায় লেখা। হার্জ বলেছিলেন, টিনটিনের একটা বই চিন্তাভাবনা করতে অনেক সময় লাগে। টিনটিন কোন দেশে, কখন, কোথায় অ্যাডভেঞ্চারে যাবে, তার খুঁটিনাটি সব দিক নিখুঁতভাবে জেনে নেওয়া হয়। ব্রাসেল্‌সের লুইজি অ্যাভেনিউয়ে তাঁর স্টুডিওর শিল্পী ও কর্মীরা ট্রেন, জাহাজ, ইউনিফর্ম, পোশাক-আশাক, প্রাণী, গাছপালা, শিল্পবস্তু, প্রত্নসামগ্রী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে একেবারে নিখুঁত একটা ধারণা গড়ে তোলেন।

টিনটিনের বইয়ের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই খুঁটিনাটি দিকগুলি। আমেরিকা, তিব্বত, কঙ্গো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, এমনকী চাঁদেও আছে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। মরুভূমি কিংবা সমুদ্রের নীচেও সে অবাধে যেতে পারে। টিনটিন যেখানেই যাক, সেই জায়গার খুঁটিনাটি সমস্ত দিক চিত্রকাহিনীতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। টিনটিন কমিক্‌সের জনপ্রিয়তার এটাও একটা বড় কারণ।

টিনটিন পৃথিবীর নানা জায়গায় পাড়ি জমালেও হার্জ নিজে কিন্তু তেমন ঘোরাঘুরি করেননি। কত রহস্যের সমাধান টিনটিন করেছে, বিপদে পড়েছে বারবার। কিন্তু তার বুদ্ধির সঙ্গে কেউ শেষ পর্যন্ত পাল্লা দিতে পারেনি। হার্জ কী করে এরকম একটি চরিত্র কল্পনা করলেন? ব্যঙ্গচিত্রী হার্জের প্রথম কমিক স্ট্রিপের নায়কের নাম টটর। বয়সে সে কিশোর। আর হার্জ তাঁর নিজের ভাইয়ের শৈশবের স্মৃতি নিয়েই গড়ে তুলেছেন টিনটিনকে। পত্রিকায় যখন 'টিনটিন ইন দ্য ল্যান্ড অব দ্য সোভিয়েত্‌স' প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে, সেই সময় থেকেই পত্রিকাটিরও চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল। যেদিন টিনটিনের চিত্রকাহিনী থাকত, সেদিন পত্রিকাটি ১০ গুণ বেশি বিক্রি হত। এরকম সব চিত্রকাহিনীই পরে আলাদাভাবে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৬ থেকে টিনটিন প্রকাশিত হতে শুরু করে তাঁর নিজের পত্রিকায়। সেই পত্রিকার নামও টিনটিন।

১৯৮৩ সালে হার্জ আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তার আগের কয়েক বছর তিনি আর নতুন কোনও টিনটিন কমিক্‌স নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন না। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই তিনি আবার টিনটিনের নতুন এক চিত্রকাহিনী রচনা করছিলেন। টিনটিন তার স্রষ্টাকে দিয়েছে বিপুল অর্থ ও খ্যাতি। এবং তার চেয়েও বেশি অমরত্ব। মৃত্যুর আগেও তাই টিনটিনকে ভুলতে পারেননি হার্জ। ভোলা সম্ভব নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক তাই চিরদিনই অবিচ্ছেদ্য থেকে যায়। বিশেষ করে টিনটিন ও হার্জের ক্ষেত্রে এ-কথা আরও বেশি করে সত্য।

নিনা ব্রাউনকে দেখে ওর বন্ধুদের গা ছমছম করে

এ কি শুধু খেলা

এ অন্যায় । আমি লাজুক, মিশুকে নই । কিন্তু তাই বলে আমি অদ্ভুত কিছু নই । ওরা বড় নিষ্ঠুর !
সেদিন সন্ধ্যায়...
হাহাহা...এসো, তোমাদের আদর করি । আমার জন্য মন খারাপ করেছিল ?
জানো না বুঝি ...
ও থাকলে সব আনন্দ মাটি হত ।
বাবা আমাকে বিদেশ থেকে অদ্ভুত খেলনা এনে দেন বলেই ওরা আমাকে ডাইনি বলে ! ওদের শিক্ষা দিতে হবে !
বাবা নিনার জন্য বিদেশ থেকে আনতেন আশ্চর্য বই অথবা অসাধারণ পুতুল ।
বাবা, এই পুতুলটা কোন দেশের ?
হংকং থেকে কিনেছি । জানতুম ও-দেশের পুতুল তোমার নেই ।
ওর জন্য এত উপহার আনা ঠিক নয়...বিশেষ করে পুতুল । পুতুলখেলার বয়েস ওর নেই...
থামো ! শেষে ওদের কথায় তুমিও ওকে ডাইনি বলতে শুরু করবে !
নিনার দিনটা যেন কাটছিল না... এবং অবশেষে...
নিনাসোনা, তোমার বাবা এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিলেন । উনি আজ রাতেই ফিরে আসছেন...
কী মজা ! বাবাকে কতদিন দেখিনি...
ও তো খেলে না, জমিয়ে রাখে । এটা ওর শখ !
কিন্তু শখের ওর শেষ নেই !
যাকগে...আমার কাজ আছে । আজ সকালে ঘরে বসে একটা খেলা খেলতে চাই ।
দেখলে ? ও নিজের খেলা আর শখ নিয়ে মেতে থাকতেই ভালবাসে ! ওর উচিত ছিল...
জানতুম মজা হবে না, তাই ! আসলে জানাই ছিল,ওদের বেড়ানোটা ভেস্তে যাবে !
পরদিন সকালে আর রাগ নেই...
আজ ইস্কুল নেই । ক্লাসের সবাই বাসে চেপে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছে...
তাই নাকি ? তুমি গেলে না কেন, নিনা ?

এ কি শুধু খেলা

...মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া।
কিন্তু হঠাৎ এক আর্তনাদে আনন্দোচ্ছ্বাস থেমে গেল...
হেইও ! যে সবার শেষে জলে নামবে সে ভিতু !
সুসানি, কী হল ? উঠে এসো !
উহ্ ! আমার পা কেটে গেছে ! ভীষণ রক্ত পড়ছে ! উহ্...
ইস, অনেকটা কেটেছে। মনে হয় কাচ। মেয়েরা সাবধান। সুসানের সেলাই লাগবে।
সুসানকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সবাই তাড়াতাড়ি গা মুছে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বোসো...
লিণ্ডা, নেমে এসো। এখনই...লিণ্ডা !
উহ্, ব্যথা লাগছে।
উহ্ ! মা গো...
এখন হাসপাতালে যেতেই হবে ! লিণ্ডাকে গাড়িতে তুলতে কেউ আমাকে সাহায্য করো !
উহ্...পা মচকেছে... ভাঙতেও পারে।
না, লিণ্ডা, না ! কী ভয়ঙ্কর বিপদ ! আর ঠিক সুসানের দুর্ঘটনার পরেই...
ড্রাইভার, তাড়া থাকলেও...জ্যানি সাবধান...
অ্যাঁ ? ককী....

এ কি শুধু খেলা

উহ্হ্....
ঠিক কথা ! একঘণ্টার মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনা । মনে হয় যাত্রাটা নিশ্চয় শুভ হয়নি ।
মেয়েরাও ঠিক তাই ভাবছিল...
দিনটা কী বিশ্রী কাটল ! ওই নাচুনিরা একটু জব্দ হোক ।
আশ্চর্য ! আরও একটা দুর্ঘটনা ! লোকে বলে বিপদ একা আসে না ।
নিনা না এসে বুদ্ধির কাজ করেছে । বাজি রাখতে পারি ও বাড়িতে বসে মজা লুটছে ।
এবং...
নিনা, তুমি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারোনি বলে আমি আর তোমার মা তোমাকে নিয়ে পিকনিকে যেতে চাইছি...
আমি নিজের ঘরে ব্যস্ত ছিলুম, দ্যাখো...
বেশ হবে, বাবা...
সমাপ্ত

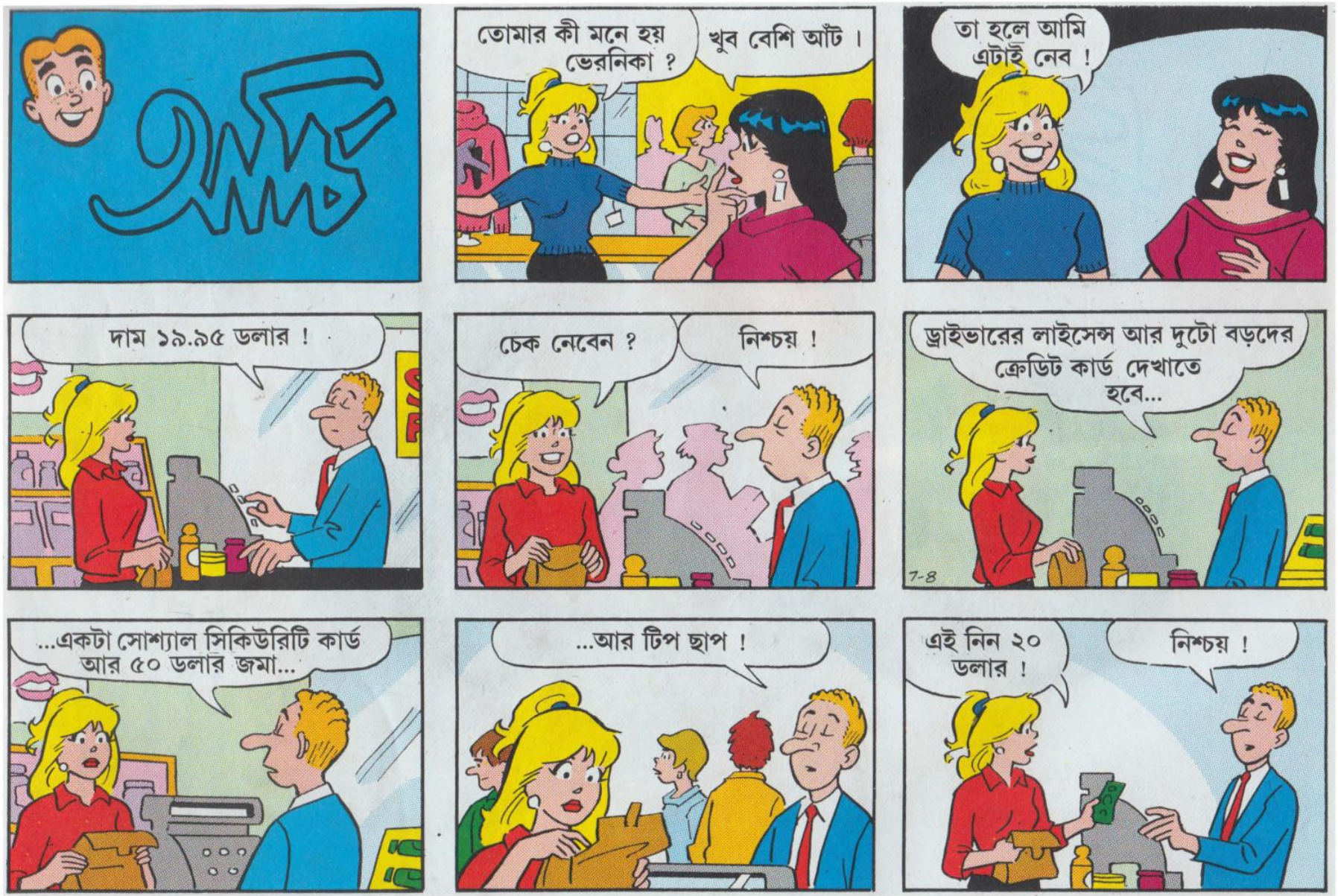
তোমার কী মনে হয় ভেরনিকা ?
খুব বেশি আঁট ।
তা হলে আমি এটাই নেব !
দাম ১৯.৯৫ ডলার !
চেক নেবেন ?
নিশ্চয় !
ড্রাইভারের লাইসেন্স আর দুটো বড়দের ক্রেডিট কার্ড দেখাতে হবে...
7-8
...একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আর ৫০ ডলার জমা...
...আর টিপ ছাপ !
এই নিন ২০ ডলার !
নিশ্চয় !

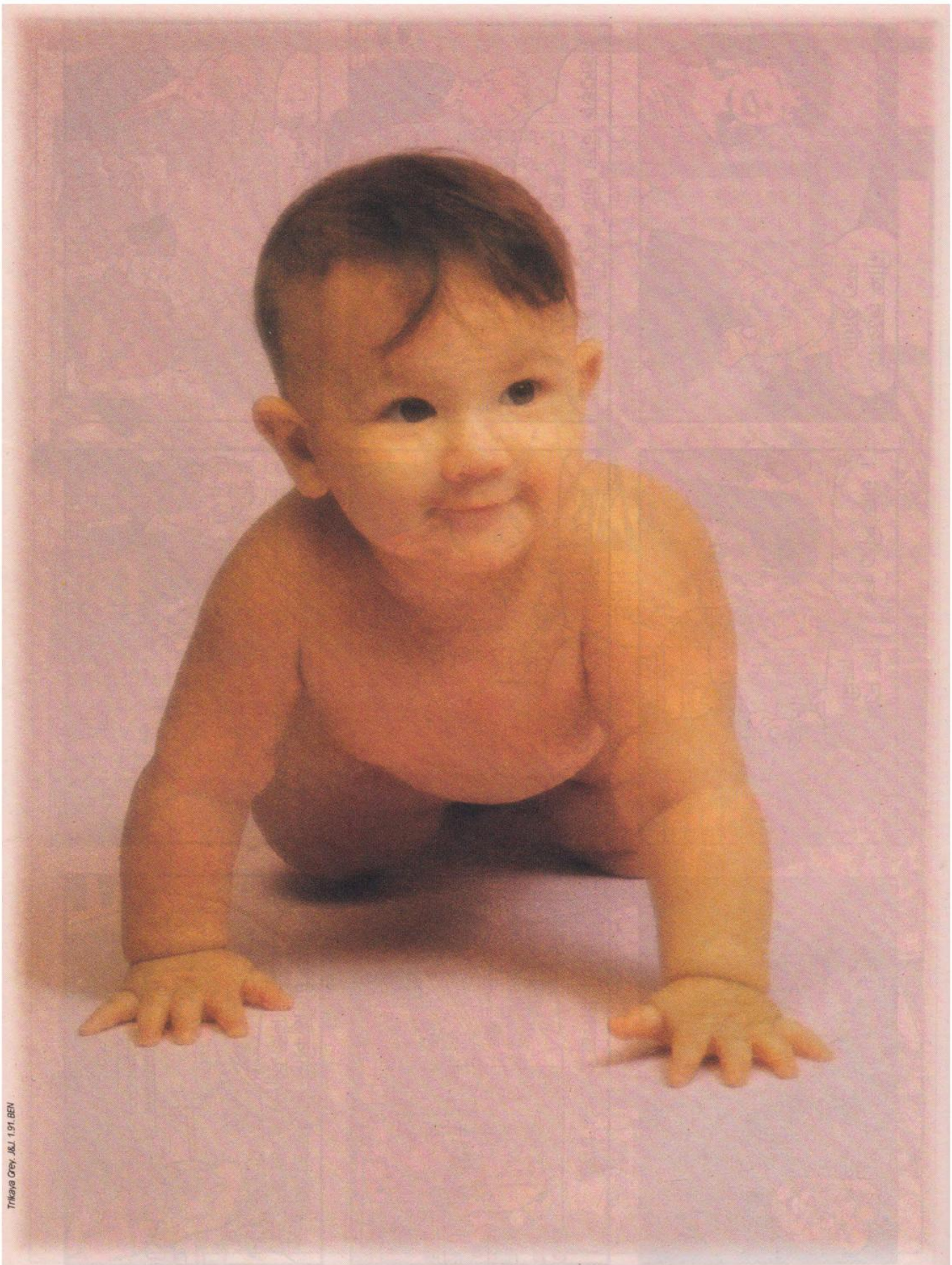

Trikaya Grey. J&J. 1.91. BEN

আপনার ছোট্ট সোনার ত্বক কতটা সুস্থ?
উত্তরটা কিন্তু রয়েছে আপনার নিজের হাতেই।

ছোট্ট সোনার মালিশের পর, আপনার নিজের হাতের তালুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ◈ আপনি যদি জনসন্স বেবী অয়েল ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার হাতের তালু একদম শুকনো থাকবে। ◈ জনসন্স বেবী অয়েল এমনই হাল্কা ও কোমল যে লাগানোমাত্রই আপনার শিশুর ত্বক এর প্রতিটি ফোঁটা শুষে নেয়। জনসন্স বেবী অয়েল-এর প্রতিটি বিন্দু আপনার শিশুর কচি ত্বকের গভীরে ঢুকে গিয়ে পুষ্টি জোগায়। এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে ত্বককে মোলায়েম রাখে। ◈ জনসন্স বেবী অয়েল দিয়ে প্রতিদিন আপনার সোনামণিকে ধীরে ধীরে মালিশ করুন। কারণ ওর সুস্থ ত্বকের চাবিকাঠিটি যে রয়েছে আপনারই হাতে! Johnson & Johnson

গভীরে ঢুকে যায়, ত্বককে পুষ্টি জোগায়।

[illegible] 'শিশুর যত্ন' পুস্তিকাটি পেতে হলে এখানে লিখুনঃ বেবী টক্, জনসন এ্যাণ্ড জনসন, ৩০ ফরজেট্ স্ট্রীট, বোম্বাই-৪০০ ০৩৬। অনুগ্রহ করে আপনার শিশুর জন্মতারিখ উল্লেখ করুন।

পরিকল্পনা
বব কেন
ব্যাটম্যান
রূপায়ণ : লোয়েবস্, সিন্‌ফা ও নাইবার্গ
রবিন
জলদি ! ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না !
আশ্চর্য ! বিষ-গ্যাসে লোকগুলি মারা যেত ! ওদের মরতে দিতে পারলুম না !
সত্যিই আশ্চর্য !
কয়েক ঘণ্টা বাদে...
অবাক লাগছে ! একটা নোংরা চোর হয়েও ও এত লোকের প্রাণ বাঁচাল !
ওর মধ্যেও ওই একটি পরিচ্ছন্ন অনুভূতি আছে !
মানব চরিত্রের রহস্য বোঝা কঠিন, মাস্টার ডিক ! একটু কোকো খাও !
"আইন হেঁয়ালিকারের বিচার করবে !"
মুক্ত ? কেন ?
কারণ ওটা ছিল সরকারের গোপন তহবিলের টাকা !
মামলা হলে সরকার অস্বস্তিতে পড়ত ! তাই, কিছু চুরি হয়নি !
অবশ্য তোমার বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা আমরা নিয়ে নেব !
তা পারো না !
নিশ্চয়ই পারি ! আমরাই সরকার !
টাকা নেই, দল নেই, কাজ নেই... কেউ হেঁয়ালিকারকে মনে রাখেনি ! এত খিদে...
একটা হট ডগ চলবে ?
5/5/91
নিশ্চয়, কিন্তু... ?
নিতান্তই উপহার...এমন কারও কাছ থেকে, যে বেঁচে আছে বলে খুশি !

সার্কাসের তাঁবুতে ঘটে চলেছে একের পর এক রোমাঞ্চকর ঘটনা

বার্নার্দো এজমেরালদো চাইছিল মেয়ে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারিবারিক খেলা শুরু করে...
নীচে তাকিয়ো না ! চোখ সামনের দিকে স্থির রাখো ।
আ-মি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, বাবা ।
অপদার্থ বোকা মেয়ে !
ধৈর্য ধরো, বার্নার্দো !
ওর বয়েসে আমি বাবার সঙ্গে খেলা দেখিয়েছি ! তুমিও ! ও এজমেরালদো, খেলা ওর কাছে স্বাভাবিক।
হয়তো নয় । স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ও আমাদের বিপদ ঘটাবে !
বাজে কথা বোলো না ! এজমেরালদোদের স্নায়ু নেই ! শিক্ষা শেষ হলেই ও আমাদের মতো ভাল খেলা দেখাবে !
কিন্তু টনির স্বপ্ন অন্য কথা বলল...
য়ায়া !
ইইইই
উহ, না-না !

শেষ উত্তরাধিকার

ভয়ঙ্কর ! আমরা সবাই পড়ে গেলুম !
ছিঃ, টনি ! ওটা স্বপ্ন ।
কিন্তু বার্নার্দো এজমেরালদো কোনও সহানুভূতি দেখাল না !
তুমি ওর ওপর বড্ড চাপ দিচ্ছ, বার্নার্দো।
বাজে কথা ! শুতে যাচ্ছি !
পরদিন আবার টনি খেলা দেখতে রিঙের ধারে গিয়ে বসল...
বিপদ ঘটতে চলেছে...জানি !
এবং সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত !
ইইই !
কয়েকদিন বাদে...
আমাদের প্রিয় ভগিনীর পার্থিব দেহাবশেষ আমরা ঈশ্বরের...
মা. মা গো ! আমাকে এখন কে দেখবে !
টনির ভয়ঙ্কর আশঙ্কাই সত্য হল !
খেলার পোশাক পরো, টনি ! তোমাকে এমন ট্রেনিং দেব যা আগে কখনও পাওনি ।
নিজের চরকায় তেল দিন, মিঃ হফম্যান । এজমেরালদোরা খেলোয়াড় পরিবার, তা-ই থাকবে !
কিন্তু বার্নার্দো, তোমার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টির দিনেই ?

শেষ উত্তরাধিকার

দিন কাটতে লাগল ।
ভাঁড় ক্র্যাকো ছিল টনির একমাত্র বন্ধু ।
কে ঠিক, টনিসোনা ? তোমার বাবা, না রিংমাস্টার ?
এজমেরালদোদের গর্ব তুমি আবিষ্কার করেছ, এখন তুমি পারবে, টনি ! কাল তুমি উঁচু তারে চড়বে !
আমার কথা বাবা কখনও বুঝবে না ! আমি পড়ে যাব ! ঠিক জানি !
মিঃ হফম্যান, উঁচু তারে আর-এক সপ্তাহের ট্রেনিং...তারপরেই এজমেরালদোরা খেলায় ফিরবে !
আমার সাহসটাই নেই, ক্র্যাকো ! সবসময় স্বপ্ন দেখি,পড়ে যাচ্ছি ! বাবা কখনও বুঝবে না !
ওর উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু উঁচুতে কি সামলাতে পারবে ?
তাই, সেই রাতে, সবাই যখন ঘুমোচ্ছে...
বিদায়, বাবা । হয়তো একদিন আমাকে ক্ষমা করবে ।
বাবার ধারণা, মায়ের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী । তাই পালানো ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই !
কিন্তু...
উহ্, না !
হুঁ ! ঠিক জানতুম,এমন একটা কিছুই করবে ।
এজমেরালদোরা পালায় না । তুমিও পূর্বপুরুষদের মতো উঁচু তারের ওপর হাঁটবে ! নাও, শুরু করো ।
না, বাবা । দয়া করে আমাকে রেহাই দাও ।

শেষ উত্তরাধিকার

নীচে জাল পাতা নেই, বাবা !
এটাই বার্নার্দো এজমেরালদোর জীবনের শেষ কথা..
আমি আগে যাচ্ছি, তুমি পেছনে এসো !
বাবা... !
তাই তো তোমার স্নায়ু আরও শক্ত হবে।
আইইইইহ
কিন্তু পরদিন..
এখানে কেন, খুকু ? আর তো তারের ওপর হাঁটতে হবে না ! মুক্তি পেয়েছ।
পাগলটা এত রাতে কী করছিল ? আর তারটাই বা খুলল কী করে সেও এক রহস্য, ক্র্যাকো !
না, ক্র্যাকো। আমার মুক্তি নেই। বিশেষ করে এখন।
উঁচু তার চিরকাল থাকবে। আমিই যে শেষ এজমেরালদো ...বুঝলে, ক্র্যাকো !
আপনার কাছে রহস্য হতে পারে, মিঃ হফম্যান, কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচাতে কাউকে পাগলটাকে সরাতেই হত !
সমাপ্ত

ডায়মন্ড কমিকসের নিবেদন

কার্টুনিষ্ট প্রাণের অমর সৃষ্টি চাচা চৌধুরী তাঁর প্রখর বুদ্ধির জোরে যে কোনও সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলেন। ওনার সঙ্গী জুপিটারবাসী সাবু অসীম শক্তির অধিকারী।

চাচা চৌধুরী সিরীজ

চাচা চৌধুরী ও রাকা
চাচা চৌধুরীর দুমদাম
চাচা চৌধুরী অন্তরীক্ষে
চাচা চৌধুরী ও নরখাদক
চাচা চৌধুরী ও ব্যাঙ্ক লুটেরা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর অপহরণ
চাচা চৌধুরী ও আকবরী খাজানা
চাচা চৌধুরী ও গোলামের বিক্রী
চাচা চৌধুরী ও রাকার সঙ্গে সংঘর্ষ
চাচা চৌধুরী আর কারবেকের সোনা
চাচা চৌধুরী আর হাইওয়ের ডাকাত
চাচা চৌধুরী আর ইব্‌নে বতুতা
চাচা চৌধুরী আর বিদেশী গাড়ী
চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী ফারমান আলী
চাচা চৌধুরী আর এক কোটির হীরে
চাচা চৌধুরী আর যুধিষ্টিরের মুকুট
চাচা চৌধুরী সুবিচার
চাচা চৌধুরী ও গব্বর সিং-এর মোকাবিলা
চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে
চাচা চৌধুরী আর বোতলের দৈত্য
চাচা চৌধুরী ও শিকারী লকড়বগ্গা সিং
চাচা চৌধুরী ও কারাটে সম্রাট
চাচা চৌধুরী ও সাবু কালো দ্বীপে
চাচা চৌধুরী ও হাতীর ব্যবসা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর ওপর আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ও চম্পত-সম্পত
চাচা চৌধুরী ও সাবুর হাতুড়ী
চাচা চৌধুরী ও পোপটলাল
চাচা চৌধুরী ও পটলার কোমর
চাচা চৌধুরী ও হাকিম জামালগোটা
চাচা চৌধুরী ও রাকার পুনরাগমন
চাচা চৌধুরী ও রাকার প্রতিশোধ
চাচা চৌধুরী ও ম্যাডাম জোরো
চাচা চৌধুরী ও উড়ন্ত গাড়ী
চাচা চৌধুরী ও রহস্যময় চোর
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বুট
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বিয়ে
চাচা চৌধুরী ও হীরের চাষ
চাচা চৌধুরী ও ক্রিকেট ম্যাচ
চাচা চৌধুরী ও রোবোট
চাচা চৌধুরী বিল্লু ও পিঙ্কী
চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
চাচা চৌধুরী জুপিটারে
চাচা চৌধুরী আর বেনারসী জোচ্চোর
চাচা চৌধুরী আর রাকার আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট i
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট ii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট iii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট iv
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট v
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট vi
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট vii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট viii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট ix

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি চঞ্চল, দুষ্ট পিঙ্কী তার অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ড-কারখানা দিয়ে তোমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দেবে।

পিঙ্কী সিরীজ

পিঙ্কীর পুসী
পিঙ্কীর ক্যামেরা
পিঙ্কীর জন্মদিন
পিঙ্কীর কুকুরছানা
পিঙ্কীর মা ও বাবা
পিঙ্কী আর জোকার
পিঙ্কী আর হাতেমতাই
পিঙ্কী আর দিদিমার গল্প
পিঙ্কী আর সাবানের বুদবুদ
পিঙ্কী আর চাচা সুলেমানী
পিঙ্কী আর ঝপটজীর ঘুড়ি
পিঙ্কী আর চ্যারিটীর টিকিট
পিঙ্কী আর বিনা পয়সার কুল
পিঙ্কী আর কুন্দনলাল পাগড়ীওয়ালা
পিঙ্কী আর রুস্তমজী
পিঙ্কী আর মিঁয়া চিলগোজা
পিঙ্কী আর ছু মন্তর
পিঙ্কী আর বাঙালী রসগোল্লা
পিঙ্কীর জুতো
পিঙ্কীর পুতুল
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট i
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট ii
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট iii
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট iv

চঞ্চল চরিত্র বিল্লুর দুষ্টুমী ভরা মজার মজার কান্ড-কারখানা পড়ে তোমরা না হেসে থাকতে পারবে না।

বিল্লু সিরীজ

বিল্লু আর রাবণের মাথা
বিল্লু আর ফিল্ম শো
বিল্লুর বন্ধু
বিল্লু হোস্টেলে
বিল্লুর হোমওয়ার্ক
বিল্লু পিকনিকে
বিল্লুর সোফ্‌টী
বিল্লুর দুষ্টুমী
বিল্লু আর হাতীর ভ্রমণ
বিল্লু আর বজরঙ্গী পালোয়ান
বিল্লু ডাইজেষ্ট i
বিল্লু ডাইজেষ্ট ii
বিল্লু ডাইজেষ্ট iii

৩০০ বছর ধরে জঙ্গলে শান্তি বজায় রেখে আসছে চলমান অশরীরী ওরফে ফ্যান্টম। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবাইকে আনন্দ দেবে।

ফ্যান্টম সিরীজ

ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট i
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট ii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট iii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট iv
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট v
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট vi
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট vii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট viii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট ix
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট x
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xi
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xiii
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xiv
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xv
ফ্যান্টম ডাইজেষ্ট xvi

Diamond Comics Pvt. Ltd.
2715, DaryaGanj, New Delhi-110002.

কয়েক মুহূর্ত পরে...
পোস্ট ঘেঁষে চলে গেছে !
গোল ছাড়া রয় আর সবকিছু করছে !
MORRISONS
স্যাম বার্লো গম্ভীর !
এ-পর্যন্ত খেলাটা একা রেসির...অভিযোগ না করে সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে !
স্যাম বার্লো নিশ্চয় রাগে ফুঁসছে !
রোভার্সের রয়
দল পরিচালনায় মেলচেস্টার-সভাপতির নাক গলানোর জন্যই রয় ওয়ালফোর্ডে চলে গিয়েছে...
স্যাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?
আমাদের বিশৃঙ্খল দলটায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে । খেলাটা রয়ের চমক দেখানোর বিপদের দিকে মোড় নিতে চলেছে!
তক্ষুনি !
যা-খুশি তা-ই করে ও পার পেয়ে যাচ্ছে ! আমি চাই বাকি সময়টা দু'জন লোক ওর সঙ্গে থাকবে ।
ইয়ে, স্যাম, শোনো...
...এটা প্রদর্শনী খেলা বলে জানতুম...আত্মরক্ষার মরণপণ লড়াই নয় ! আর ব্ল্যাকি যতদিন স্পেন থেকে না ফেরে, ততদিন খেলার কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব আমি ! কিছু মনে কোরো না !
খেলা আবার শুরু হলে...
মনে হয় ড্রেসিং-রুমে একটা ঝড় বয়ে গেছে !
ওদের সবাই গম্ভীর...স্যাম বার্লোও !
খেলা শুরু হতেই...
দ্যাখো, গাথরি আর ম্যাক্‌কে কীভাবে রয়ের সঙ্গে লেগে আছে !
এমন গুরুত্ব দিচ্ছে যেন কাপ ফাইনাল খেলা !

মেলচেস্টার রোভার্সে প্রত্যাবর্তন !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

উফ্ ! আপনার বর্ণনা তুলনাহীন !

কী আশা করেছিলে, ওয়েন ?

ভেবেছিলুম এটা একটা উদ্ভট কল্পনা।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এক আন্তর্জাতিক অভিযাত্রীদল বিস্মৃত দ্বীপ ক্যাপ্রোনায় অনুসন্ধানী অভিযানে চলেছে...

লেফটেনান্ট, ডুব দেওয়ার জন্য তৈরি হতে বলুন।

১৯১৭ সালে দ্বীপটি যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা ঠিক হলে আমরা পৃথিবীর খনিজ তেলের ঘাটতির সমস্যা সমাধান করতে চলেছি।

কিছু আবিষ্কার করতে চলেছি, যা অজানা থাকলেই ছিল ভাল...

জলের তলার সুড়ঙ্গপথে ক্যাপ্রোনা দ্বীপে ঢোকার জন্য ডুবোজাহাজ ডুব দিল। সুড়ঙ্গটা এক হ্রদে শেষ হয়েছে,এটাই কাসপাক অঞ্চল...

এ-পর্যন্ত সব বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।

আমরা এখনও এই দ্বীপ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

শিগগিরই জানতে পারব, পল।

অভিযাত্রীদলে তোমার নামটা দিয়েছি বলে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, বন্ধু ?

প্রয়োজন না থাকলে সাহায্য চাইতে না পল। বিমানবাহিনীর রিজার্ভ লিস্টে আমার নামটা তো এখনও আছে।

ডুবোজাহাজে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক জ্যানেট গুডনাইফ, এবং জাপানের ভূতাত্ত্বিক ডঃ উয়েনামা...

তোমাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, জ্যানেট।

বদ্ধ জায়গায় অভ্যস্ত নই, টারজান।

অভ্যস্ত হতে পারিনি আপনাকে টারজান বলতে কর্নেল ক্লেটন—না কি লর্ড গ্রেস্টোক বলব ? মানে...

হা, হা, হা—শুধু টারজান বলেই ডেকো !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দ্বৈত সতেজতা

সিন্থল + লাইম

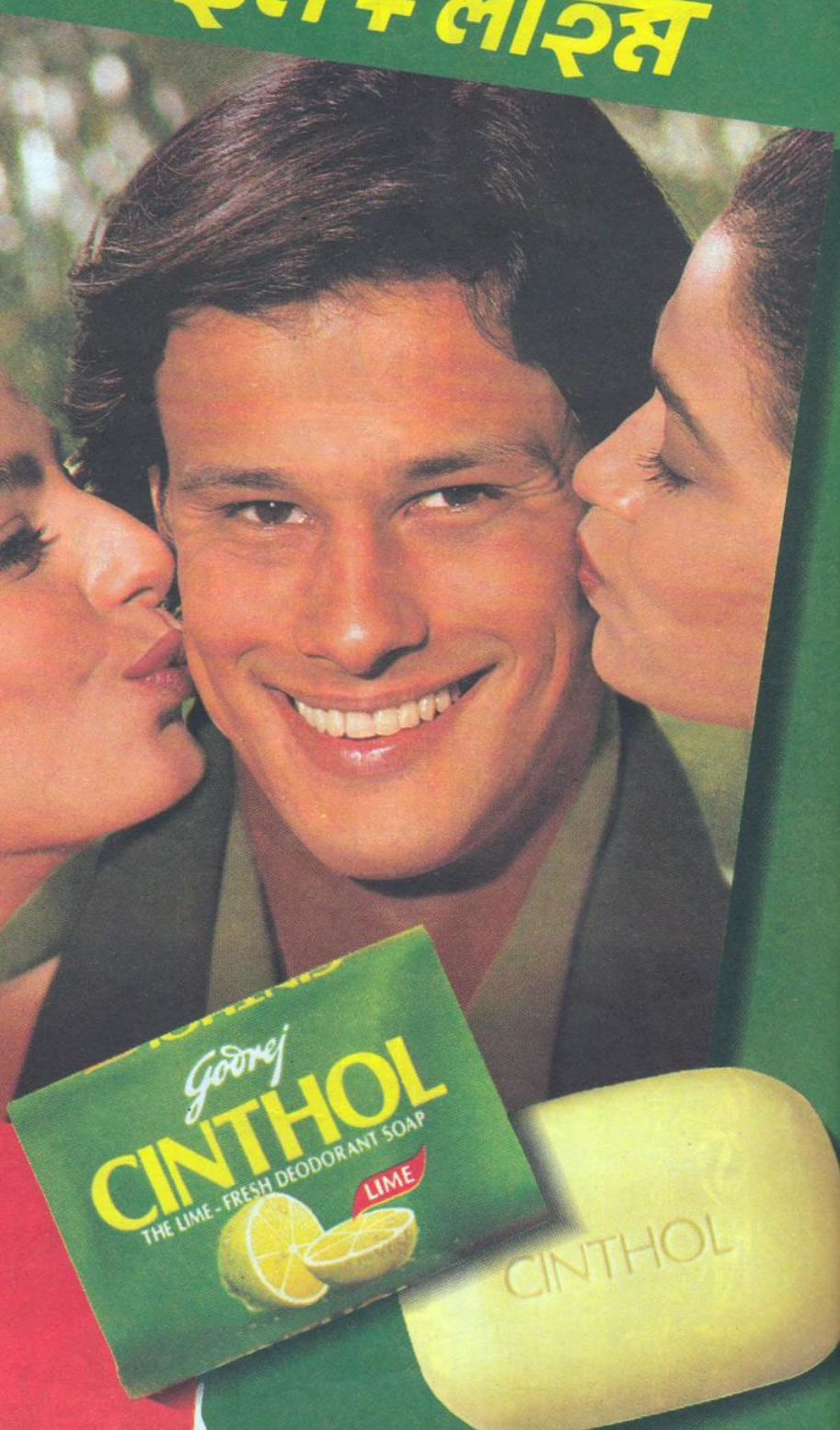

এতে আছে ডিওডোরাণ্ট যা শরীরকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখে।
আর লেবু, যা এনে দেয় বাড়তি সতেজতা।

কালো সোনার দেশে

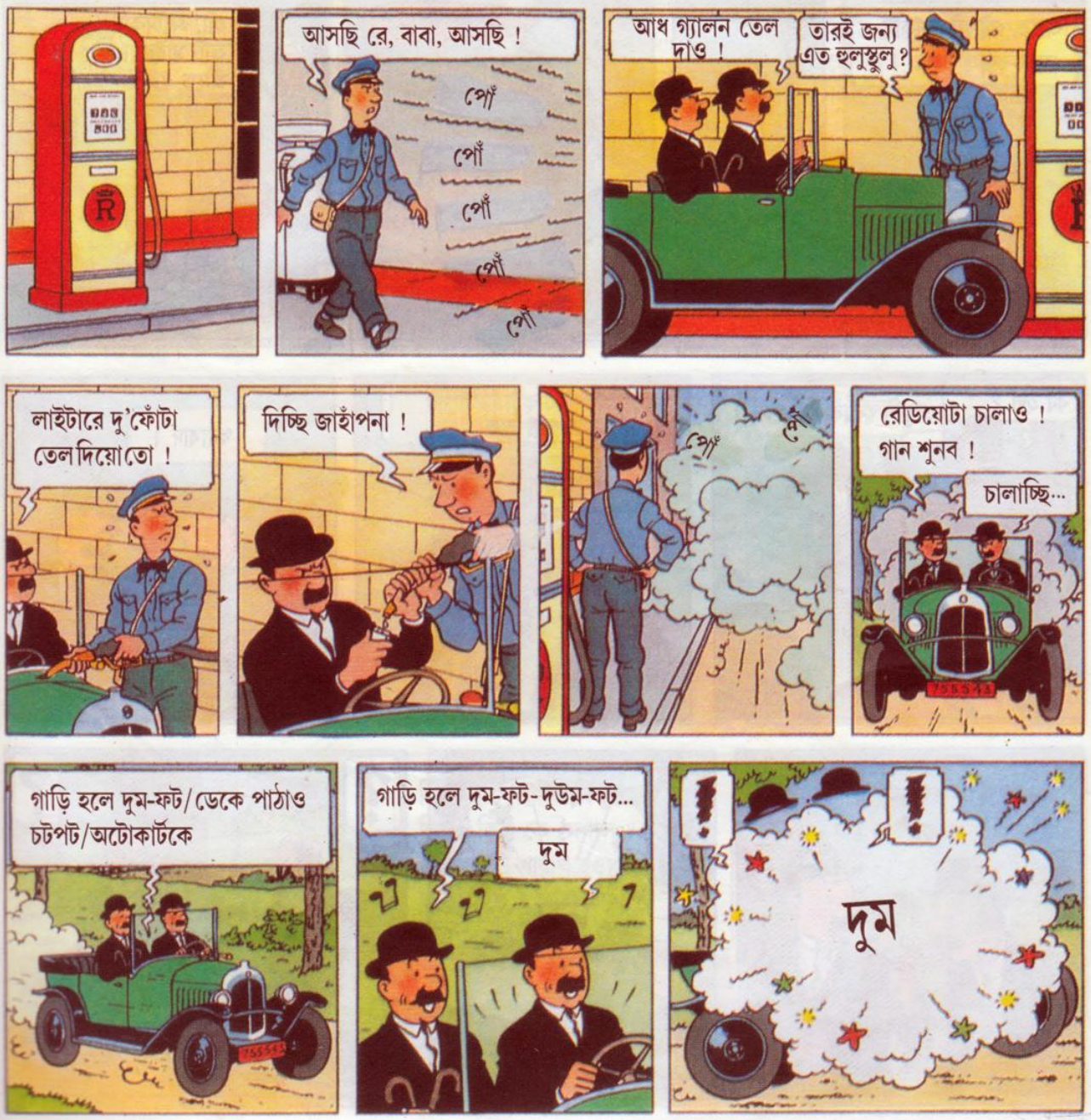
আসছি রে, বাবা, আসছি !
পোঁ
পোঁ
পোঁ
পোঁ
পোঁ
আধ গ্যালন তেল দাও !
তারই জন্য এত হুলুস্থুলু ?
লাইটারে দু'ফোঁটা তেল দিয়ো তো !
দিচ্ছি জাহাঁপনা !
পোঁ
রেডিয়োটা চালাও ! গান শুনব !
চালাচ্ছি...
গাড়ি হলে দুম-ফট/ডেকে পাঠাও চটপট/অটোকার্টকে
গাড়ি হলে দুম-ফট-দুউম-ফট...
দুম
দুম

?
?
যাচ্চলে, এখন উপায় ?
মেরামতি-কোম্পানিকে ফোন করতে হবে ।
কোত্থেকে করব ?
তাই তো !
আরে, ওই তো একটা ফোন-বক্স ।
SEND FOR Autocart
হ্যাঁ, অটোকার্ট ! আট মাইল ? ঠিক আছে, লোক পাঠাচ্ছি ।
কী হল ?
এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছে ।
ততক্ষণ একটা সিগারেট খাওয়া যাক ।
ধন্যবাদ ।
দুম
?
?

পরদিন সকালে...
"সঙ্কট আরও ঘনীভূত..."
"যুদ্ধ কি শুরু হবে ?"
"সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি..."
বাপ রে, এ যে ভীষণ ব্যাপার !
রিরিরিং রিরিরিং
কে ? ক্যাপ্টেন ? কী খবর ?
এইমাত্র নির্দেশ পেলাম, অমুক জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে তমুক জায়গায় যেতে হবে,আর সময় নেই। বিদায় টিনটিন।
আমার মনে হয়, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
হ্যাল্লো !
কী খবর ?
অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে...
খুবই রহস্যজনক সব ব্যাপার।
সত্যি ? একটু খোলসা করে বলো তো !
গাড়িতে পেট্রোল নিয়ে তো এগোচ্ছি। এমন সময়, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ...
দুম !
ব্যাপারটা দেখছি ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়াচ্ছে !
যা বলেছ !
শুধু কি তাই ?
প্রথমে তো গাড়ি দুম-ফট, তারপর আমার লাইটারও !
তবে কি পেট্রোল...
নিশ্চয়ই পেট্রোলে কিছু মেশানো ছিল ! কিন্তু কে মেশাল ? নিশ্চয়ই তারা, গাড়ি খারাপ হওয়ায় যাদের লাভ আছে। তারা কারা ?
গাড়ি যারা মেরামত করে, তারা। গাড়ি সারাইয়ের সবচেয়ে বড় কোম্পানি হল অটোকার্ট।
!

সুতরাং অটোকার্টই পেট্রোলে কিছু মেশাবার ষড়যন্ত্র করেছে। এত যে গাড়ি দুম-ফট হচ্ছে, অটোকার্টই এর মূলে !

সেটা সম্ভব, কিন্তু...

আবার কিন্তু কিসের ? সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে দিন-সাতেকের মধ্যেই ওদের গ্রেফতার করব।

আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক।

চলো, অটোকার্ট কারখানায় যাওয়া যাক।

ভেতরে ঢুকব ?

মেরামতির কাজ জানা দক্ষ কয়েকজন ড্রাইভার চাই। কর্মখালি··· কর্মখালি···

ড্রাইভার সেজে ঢুকে পড়লে কেমন হয় ?

ঠিক বলেছ !

পরদিন...

কী করতে হবে, বুঝে নিয়েছ ?

নিশ্চয়।

ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে। কিন্তু সেটা কী ?

আবার অ্যাডভেঞ্চারের শখ জেগেছে বুঝি ?

সত্যি, তোমার আর শিক্ষা হবে না !

SPEEDOL

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করব।

ENQU

ইতিমধ্যে···

অটোকার্ট বলছি। কার গাড়ি ? কোথায় বিগড়েছে ?

মেরামতির গাড়িটাই বিগড়ে গেছে !

SEND FOR Autocart

পেট্রোল নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলুন...
পরিস্থিতি গুরুতর !
পেট্রোলের বিক্রি দু' মাসে শতকরা ৬৫ ভাগ কমে গেছে ! আরও কমছে ! আজই সকালে...
SALES CHART
বিস্ফোরণের ভয়ে বিমান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তেল কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দর হু হু করে নেমে যাচ্ছে। এ এক সর্বনাশা ব্যাপার।
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা ভাবুন। হঠাৎ যুদ্ধ বাধলে কী হবে ? প্লেন, ট্যাঙ্ক, কিচ্ছু চলবে না। সব অচল !
কিন্তু পেট্রোলে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটবার কারণ কী ?
কী জানি ! খনি, শোধনাগার— কোথাও কিছু ঘটেনি, তবু এই কাণ্ড ! এর মূলে রয়েছে অন্তর্ঘাত !
খনি, শোধনাগার, ডিপো—সর্বত্র নমুনা পরীক্ষা করেছি। কিস্‌সু হদিস মেলেনি। সেইজন্য এখন আমাদের গবেষণাগারে পেট্রোল নিয়ে পরীক্ষা চলছে।
দুম
?
?
বোধ হয় আর-একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল ! কী বলছিলুম ? ও, হ্যাঁ, আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন পেট্রোল নিয়ে এমন পরীক্ষা চালাচ্ছেন, যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে। পরীক্ষায় প্রায় সফলও হয়েছেন...
ওই বোধ হয় সাফল্যের খবর এল।
এলেই বাঁচোয়া !
রিরিরিং
রিরিরিং
কী বলছ ? ....কিচ্ছু হয়নি ? ঠিক আছে, হাল ছেড়ো না... আরও পরীক্ষা চালাও !
SALES CH
কী বললে ? ....পরীক্ষা চালানোর উপায় নেই ? ....কেন ?
বিস্ফোরণে আমাদের গবেষণাগারটাই ধ্বংস হয়ে গেছে !

পেট্রোলে কিছু নাকি মেশানো হয়নি । কিন্তু এমন-কিছু যদি মেশানো হয়, যার চিহ্ন থাকে না ?
GENERAL MOBILISATION
ওদিকে....অটোকার্টে....
আর মাত্র একটা সুযোগ দেব তোমাদের । যাও, কর্তার গাড়ির হাওয়া চেক করো ।
FRIDAY 18 AUGUST
এখানে কাজ করাই ভাল । গোপন খবর মিলবে ।
কী, গাড়ি রেডি ?
টায়ারের হাওয়া চেক করলেই রেডি হয়ে যাবে ।
ম্যানেজার !
পেট্রোল-বিক্রি কমে গেছে, তাই না ?
হ্যাঁ, সার ।
যুদ্ধ বাধলেই ব্যবসা-বাণিজ্য ডকে উঠে যাবে !
দুম
সেই রাত্রে...
ওই তো তেলের ট্যাঙ্ক!
?
পু-উ-উ-উ

এই যে, এসেছ ! পেলে ?
হ্যাঁ, নাও ! টাকা এনেছ ?
নিশ্চয় ।
কালই জাহাজ ছাড়ছে ?
হ্যা-হ্যা-হ্যা—
হ্যাঁ, 'স্পিড্‌ল্‌ স্টার' কাল বিকেলে ছাড়ছে ।
হ্যাঁচ্চো !
কেউ কি নজর রাখছে নাকি ?
যাক, একটা কুকুর !
দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় ! চলি !
বিদায় !
এবারে স্পিড্‌ল স্টার জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় ।
কে ? টিনটিন ? না, না, সেটা ঠিক হবে না...যে-কোনও মুহূর্তে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে...কী বললে ? ...রেডিয়ো-অফিসার সেজে স্পিড্‌ল স্টার -এ থাকবে ? আচ্ছা,যা ভাল বোঝো !
পরদিন সকালে···
আপনিই নতুন রেডিয়ো-অফিসার ?
হ্যাঁ ।
কে, জনসন ? ...শোনো । স্পিড্‌ল স্টার জাহাজ আজ খেমেদের খেমিখল বন্দরের দিকে রওনা হচ্ছে । সেখানে আমির বেন কলিশ আজাদের সঙ্গে শেখ বাবেলের জোর ঝগড়া চলছে । খালাসি সেজে তোমরা এই জাহাজে উঠে সেখানে যাও । ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখ-কান খোলা রাখবে ।
শুনলে ?
হ্যাঁ, তৈরি হয়ে বেরোতে হয় ।

আমাদের কেবিন কোথায় হে?
ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি ?
ভোঁ-ও-ও-ও
SOL STAR
লাথি মারল ?
হ্যাঁ, লাথি মারল ! ক্যাপ্টেনটা দেখছি মহা অসভ্য !
কিন্তু আমরা যে লাথি খেয়েছি, কাউকে সেটা জানানো ঠিক হবে না !
16
আরে, কাল রাত্তিরেএই কুকুরটাকেই দেখেছিলাম না ?

সেই কুকুর এখানে কেন ? সাবধানে থাকতে হবে !
জিনিস লুকোবার আরও ভাল জায়গা চাই !
এই, তুই কে ?
কে, কী, কেন, কবে, কোথায় !
পুলিশ ?
নিশ্চয়ই । তা তুমি কী করে বুঝলে ভাই ?
আরে, আমি যে নৌবাহিনীর গোয়েন্দা-বিভাগের লোক !
আর আমরা হচ্ছি জনসন আর বনসন !
ঠিক আছে । আমার কিছু গোপন নথিপত্র তোমাদের কাছে জমা রাখতে পারি ?
নিশ্চয়ই !
বাঁচা গেল ! এখন...
?
খেমিখলে পৌঁছে তোকে আর তোর কর্তাকে শায়েস্তা করব ।
নাঃ, এক্ষুনি বিহিত করতে হচ্ছে !
...জোর সৈন্য-সমাবেশ চলছে... প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিশ্ব-পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক, তবে সরকার...
অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে... হঠাৎ না যুদ্ধ বেধে যায় !
আরে, কুট্টুস কোথায় গেল ? ...কুট্টুস ! কুট্টুস !
আরে, হাড় !
?
ভোঁ ভোঁ !
ঘৌ ঘৌ ঘ্যাক্ !

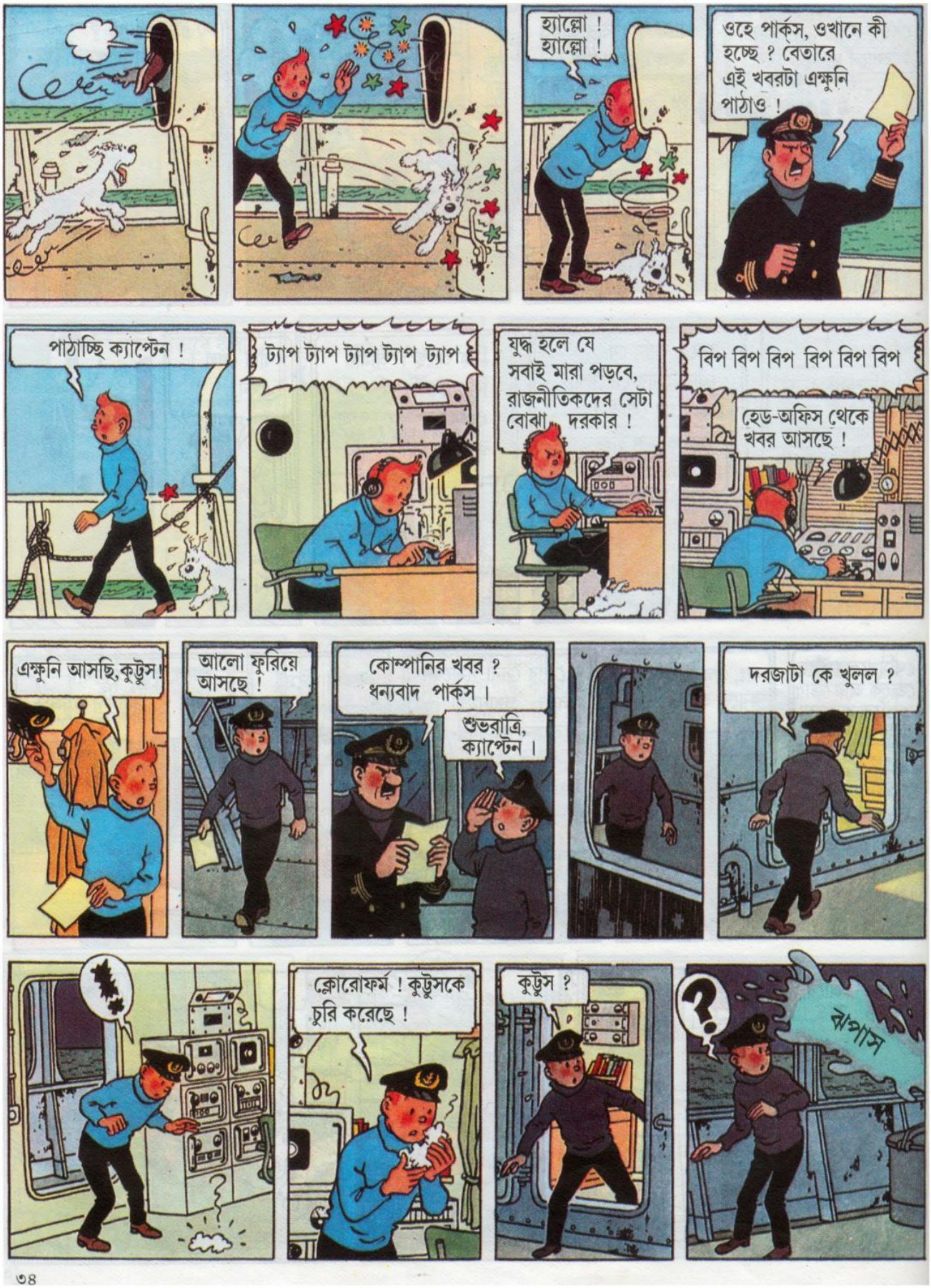
হ্যাল্লো ! হ্যাল্লো !
ওহে পার্কস, ওখানে কী হচ্ছে ? বেতারে এই খবরটা এক্ষুনি পাঠাও !
পাঠাচ্ছি ক্যাপ্টেন !
ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ
যুদ্ধ হলে যে সবাই মারা পড়বে, রাজনীতিকদের সেটা বোঝা দরকার !
বিপ বিপ বিপ বিপ বিপ বিপ
হেড-অফিস থেকে খবর আসছে !
এক্ষুনি আসছি, কুট্টুস!
আলো ফুরিয়ে আসছে !
কোম্পানির খবর ? ধন্যবাদ পার্কস ।
শুভরাত্রি, ক্যাপ্টেন ।
দরজাটা কে খুলল ?
ক্লোরোফর্ম ! কুট্টুসকে চুরি করেছে !
কুট্টুস ?
?
ঝাপাস

যাক, কুট্টুস নয় !
কিন্তু, কুট্টুস কোথায় ?

পাজি, ইঁদুর, মেরে শেষ করব !
আরে !
শেষ করব !

খবর্দার !
কুট্টুস, ভয় নেই ! আমি এসেছি !
গেলুম !

সত্যি ইঁদুর !
এইবার !
এসো বাছাধন....
মানে...আমি ঠিক...ইয়ে...

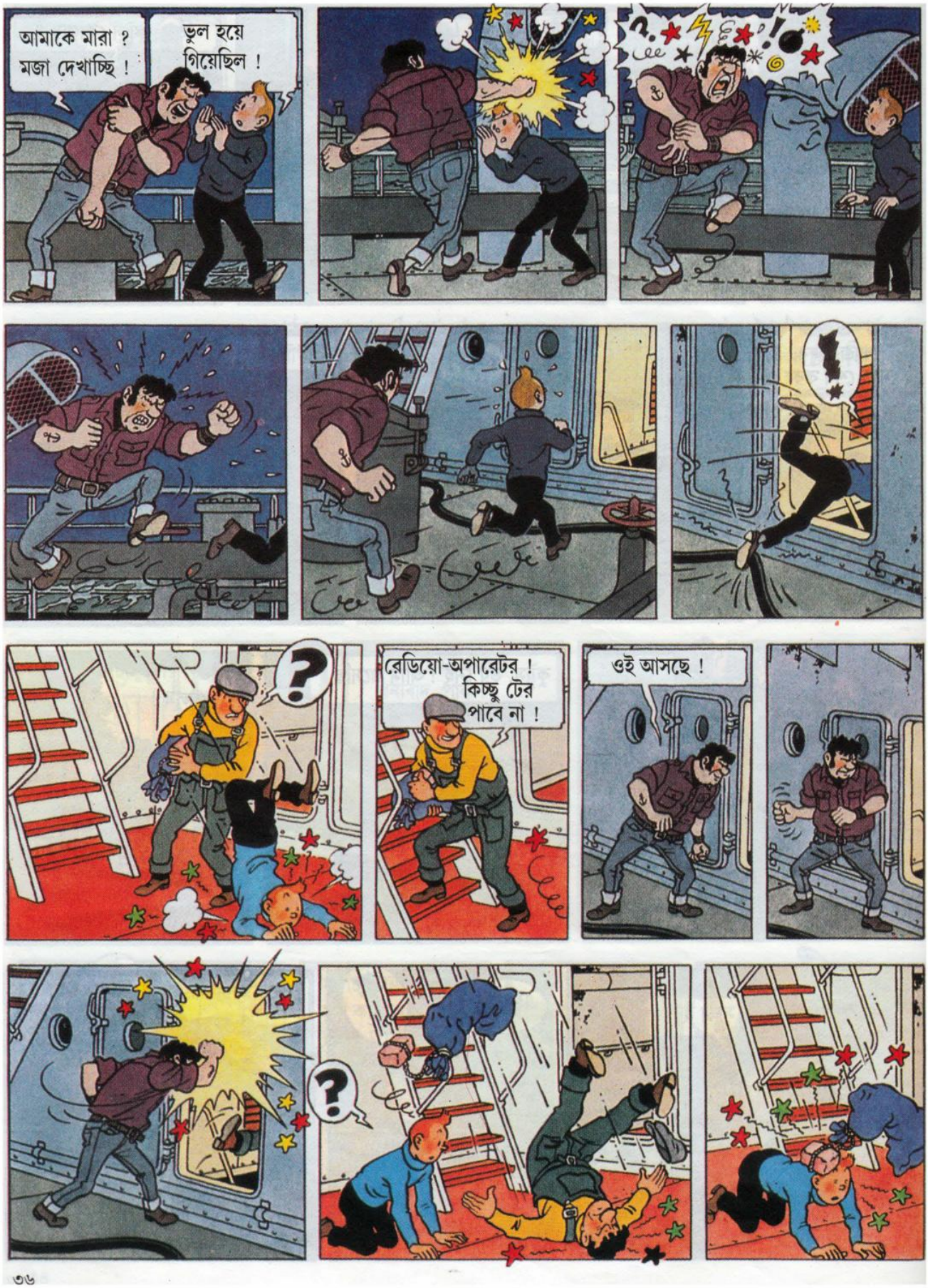
আমাকে মারা ? মজা দেখাচ্ছি !
ভুল হয়ে গিয়েছিল !
?
!
?
রেডিয়ো-অপারেটর ! কিচ্ছু টের পাবে না !
ওই আসছে !
?

আরে !
এর মধ্যে...
কুট্টুস !
খুনি ! কুকুরটাকে তুই ডুবিয়ে মারতে যাচ্ছিলি ?
কার কুকুর ?
খুকুর কুকুর ঠাকুরপুকুর মেঘলা দুপুর...
?
দুপুরবেলা ঝুপুর-ঝুপুর টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে !
আরে, এর তো মাথাই ঠিক নেই !
এসো আমার সঙ্গে !
হ্যাঁ হ্যাঁ, সঙ্গে-সঙ্গে যাব !
ভীষণ ঝড়-জল !
যা বলেছ ! হাহা !
মানিকজোড়কে দেখেছ ?
অনেকক্ষণ থেকেই তারা বেপাত্তা !
জনসন ! রনসন !
জলে পড়ে গেল নাকি !
জাহাজডুবির আগে তুমিও এসো, মেট !
!

পরদিন সকালে...
যাক, ঝড় কেটেছে !
কেমন দেখছেন, ডাক্তার ?
কথাবার্তা এখনও খাপছাড়া...
খাপছাড়া, হাঁফ ছাড়া, সাপ মারা শক্ত !
নাঃ, ওর কাছে কিছু জানা যাবে না !
দিন কয়েক বাদে...
ওই তো খেমিখল !
পুলিশের লঞ্চ আসছে !
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কড়াকড়ি স্বাভাবিক...
আমরা পুলিশ, জাহাজ তল্লাশ করব।
বেশ তো।
আমরা এই কেবিন তল্লাশ করব।
করুন।
তোমাদের ব্যাগ খোলো!
খবর ঠিক ! কোটের হুকের পেছনে !
?
!

রেডিয়ো-অফিসারের কেবিনে এই কাগজপত্র লুকনো ছিল !
বটে ?
হুম, শেখ বাবেলকে অস্ত্র জোগানো হচ্ছে !
আমি এ-বিষয়ে কিচ্ছু জানি না...
চলো আমাদের সঙ্গে !
যাচ্ছিই তো !
এরা নাকি পুলিশ ! তা হলে এদের ব্যাগে নিষিদ্ধ মাদক এল কোত্থেকে ?
বটে ?
নৌবাহিনীর এক গোয়েন্দা এই প্যাকেটটা আমাদের রাখতে দিয়েছিল ।
গোয়েন্দাটি কোথায় ?
জাহাজেই আছে... কিন্তু খাপছাড়া কথা বলছে ।
অর্থাৎ পাগল সাজছে । কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না ।
ভুল পথে পা বাড়িয়েছি !
তিনটেকেই আটক করো । পরে জেরা করব ।
কিন্তু...
মানে...
কে ওরা ?
দু'জন চোরাইচালানদার । আর ওই ছোকরাটির সঙ্গে বাবেলের যোগ রয়েছে ।
ক্ষমতা পেলে শেখ তোমাকে পুরস্কার দেবেন । এখন যাও ।
বাবেলকে খবর দিতে হচ্ছে !

সেই সন্ধ্যায়...
হুজুর, খেমিখলে একজন বিদেশি গ্রেফতার হয়েছে !
বটে ?
তার কাছে পাওয়া কাগজ থেকে মনে হয়, জাহাজে করে আপনার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আসছে ।
লোকটাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসো ।
পরদিন সকালে...
এসো, জেলখানায় নিয়ে তোমাকে জেরা করা হবে ।
ওই তো ! আস্তে চালাও !
এই যে !
তাড়াতাড়ি!

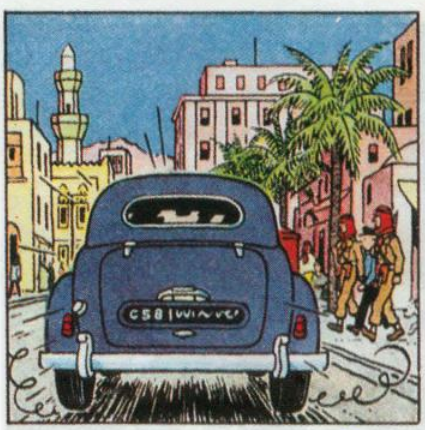

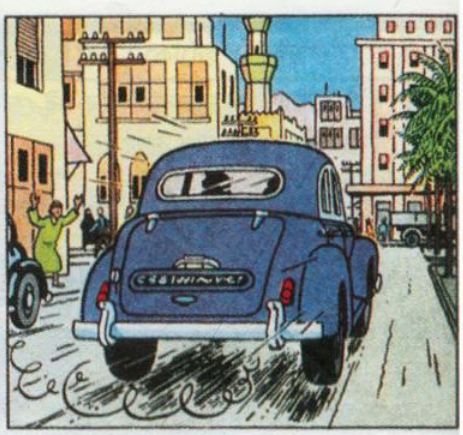

ইতিমধ্যে...
সব ঠিক আছে। তোমরা যেতে পারো।
টিনটিনের কী হবে ?
বাবেলের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।
বাবেল শেখের আস্তানার হদিস পেলে এক লাখ টাকা পুরস্কার মিলবে, বুঝলে ?
বলো কী ! আর যদি তাকেই আমরা গ্রেফতার করি ?
অত সহজ নয়। এখন যাও।
পরদিন সকালে...
এক লাখ ! বাস্ রে !
বিদেশিকে ধরেছি !
নিয়ে এসো !
বিদেশি বন্ধু, ধন্যবাদ। তা অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ?
কিসের অস্ত্র ?
জাহাজ-ভর্তি অস্ত্র। তুমি যার খবর এনেছ।
আমি ? যাব্বাবা !
তুই মিথ্যে খবর দিয়েছিস !
প্রহরী তো ওই কথাই বলল !
ও, আমার ঘরের কাগজে হয়তো ওই খবর ছিল। তবে কিনা সে-কাগজ আমার নয়। কার, তাও জানি না !
ফন্দি করে আমার আস্তানার খোঁজ বের করেছ ! এবারে আমাকে ধরিয়ে দেবে, না ? সেটি হচ্ছে না। তুমি এখন বন্দি।
?

একে বাঁধো। পাহারা দাও।
গোঁ-ও-ও-ও-ও
প্লেন!
আমিরের প্লেন!
ওই তো শেখের আস্তানা!
দুম! দুম! দুম!
হোহো, ইশতেহার ছড়াচ্ছে। কিন্তু কে পড়বে! আমার শাগরেদরা তো নিরক্ষর।
! ! ! ! ! ! !
? ? ? ? ? ?
গালাগাল করছে! ছিঃ!
তাঁবু ওঠাও। দিন দুয়েকের মধ্যেই পাহাড়ি এলাকায় গা-ঢাকা দেব।
তুমি আমাদের বন্দি!
ইতিমধ্যে...

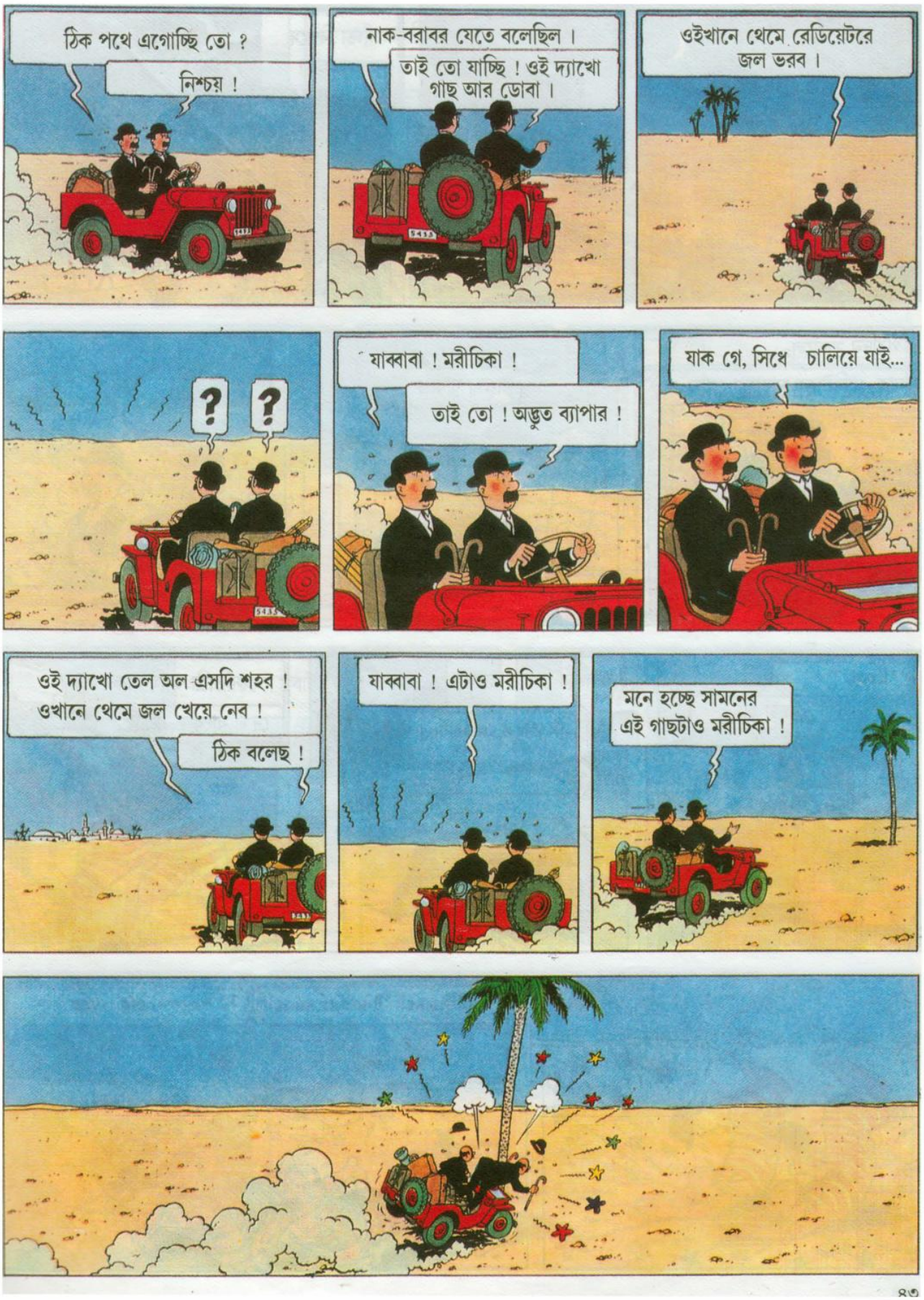
ঠিক পথে এগোচ্ছি তো ?
নিশ্চয় !
নাক-বরাবর যেতে বলেছিল ।
তাই তো যাচ্ছি ! ওই দ্যাখো গাছ আর ডোবা ।
ওইখানে থেমে রেডিয়েটরে জল ভরব ।
? ?
যাব্বাবা ! মরীচিকা !
তাই তো ! অদ্ভুত ব্যাপার !
যাক গে, সিধে চালিয়ে যাই...
ওই দ্যাখো তেল অল এসদি শহর ! ওখানে থেমে জল খেয়ে নেব !
ঠিক বলেছ !
যাব্বাবা ! এটাও মরীচিকা !
মনে হচ্ছে সামনের এই গাছটাও মরীচিকা !

আচ্ছা বিপদে পড়া গেল !
পরদিন সকালে...
যাক, গাড়িটাকে সারানো গেছে !
যাওয়া যাক !
দ্যাখো !
একটা হ্রদ !
একটা হ্রদ ! চান করব !
খুব সাঁতার কাটব ।
সাঁতারে আমি দারুণ পটু !
দেখা যাবে !
যাচ্চলে ! আবার মরীচিকা !
তাই তো মনে হচ্ছে !

ওদিকে...
ওই তো বির খেগের জলকুণ্ড !
তাই তো !
উঃ, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে !
জল শুকিয়ে গেছে !
এগিয়ে চলো সবাই !
!!!
?
বন্দি অজ্ঞান হয়ে গেছে !
বাঁধন খুলে ওকে ফেলে দাও !
ওরে পাজি ! ওরে খুনি !

টিনটিন তো বেঁচে গেল, কিন্তু
মানিকজোড় কোথায় ?
রহস্য ! আরও রহস্য !

জ্ঞান ফিরেছে !
আমি কোথায় ?
কী হয়েছিল ?
মনে পড়েছে।
ওরা ভেবেছিল,
আমি মরে যাব !
অনেক ঘণ্টা বাদে...
তেলের পাইপ ! খেজুর
গাছ ! মরূদ্যান !
মরীচিকা নয়তো !
জল !
উঃ ভগবান !
আঃ ! প্রাণটা
ঠাণ্ডা হল !
ওদিকে, কয়েক মাইল দূরে...
জল ?না কি এটাও
মরীচিকা ?
আমার তো মনে হয়, সত্যিই
জল। ঘুরে যাওয়া ভাল।
ঘুরে যাব ? কেন ? এটাও
মরীচিকা। দ্যাখো, সরাসরি
গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছি !
!
!
দেখলে তো ?

জলের অন্য নাম সত্যি জীবন !
এবারে কিছু খাওয়া দরকার !
খেজুর গাছ !
পড় !
কী পড়বে ? খেজুর !
যাচ্চলে !
পেট ভরে খেজুর খা কুটুস । রাতটা এখানেই কাটাতে হবে ।
দূর দূর ! একটা রামছাগলের ঠ্যাং পেলে দিব্যি হত !
সেই রাত্তিরে...
উঃ, কী শীত রে বাবা !
শব্দ কিসের !
?
ঘোড়সওয়ার ! ভয় নেই কুটুস, ওরা আমাদের উদ্ধার করবে !
না কি ওরাও দস্যু ? লুকিয়ে-লুকিয়ে বরং নজর রাখা যাক !
ঘোড়া থেকে সবাই নামল !
আমেদ, তুমি ঘোড়া পাহারা দাও, আর তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে এসো !
গলাটা চেনা-চেনা লাগছে ।
ব্যাপার কী ?
যা করবার তাড়াতাড়ি করো !
তেলের পাইপের কাছে ওরা কী করছে ?

লোকগুলো দৌড়ে চলে আসছে কেন?
?
দুম
এ কী, ওরা তো তেলের পাইপ উড়িয়ে দিল !
ঘোড়ায় চড়ে পালাও !
গলাটা আমার চেনা !
ও-লোকটা রয়ে গেল কেন ?
রেকাব বিগড়েছে বোধ হয় !
আয় কুট্টুস ! দেখি ওকে ঘায়েল করা যায় কি না !
সত্যি, টিনটিনকে নিয়ে আর পারি না !
আমেদ কোথায় ? পিছিয়ে পড়ল নাকি ?
ওই তো আসছে ! নাও, ঘোড়া ছোটাও !

ইতিমধ্যে...
বারো-নম্বর পাম্পিং স্টেশনে তেল আসছে না। পাইপ ভেঙেছে। তাড়াতাড়ি মেরামতির লোক পাঠাও !
কী জানি পাগলামি করছি কি না ! কিন্তু আর-কোনও উপায়ও তো নেই !
এগারো আর বারো নম্বর পাম্পিং স্টেশনের মধ্যে পাইপ ভেঙেছে। মেরামতির জন্য এইমাত্র রওনা হল !
এখান থেকে আমরা দু' দলে ভাগ হয়ে যাব। আমেদ আমার সঙ্গে থাক।
গলাটা আমার চেনা !
ওহে !
আমার ঘোড়াটা ধরো, আমি এক্ষুনি আসছি !
?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

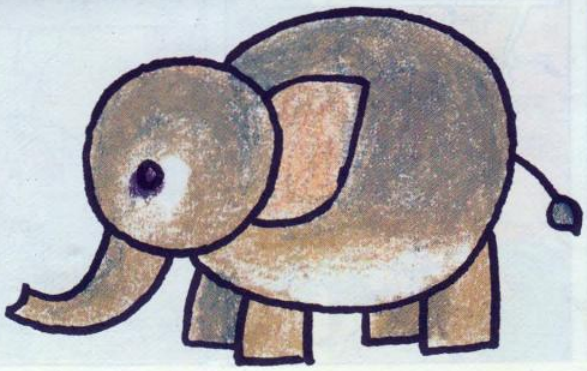

ছবি আঁকি রং করি

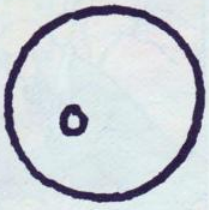

১। প্রথমে আঁকো এরকম একটি বৃত্ত। তাতে বসাও একটি চোখ।

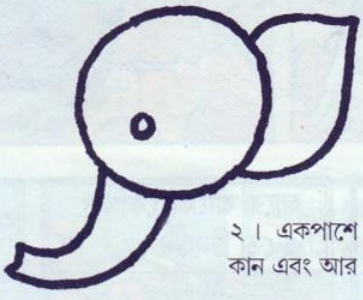

২। একপাশে জুড়ে দাও হাতির কান এবং আর একদিকে শুঁড়।

৩। এবার আঁকো শরীর।

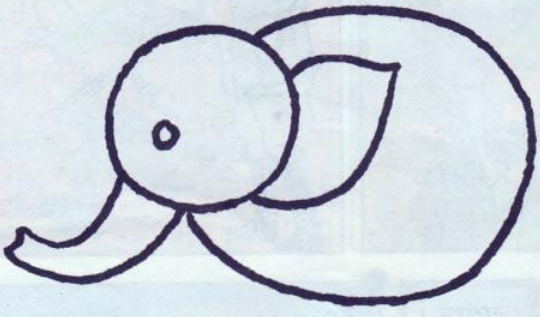

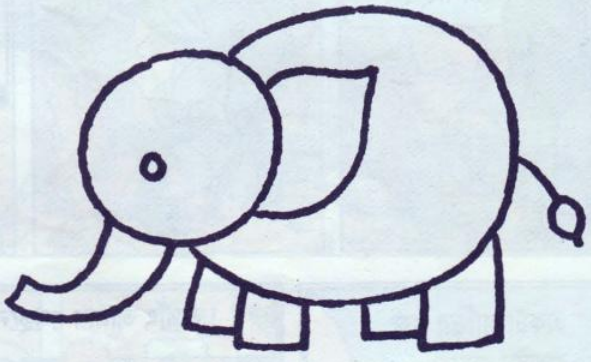

তোমরা এই পাতাগুলো জমিয়ে রাখো। একেবারে শেষে আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করব। তাতে থাকবে দারুণ সব পুরস্কার।

৪। সবশেষে আঁকো লেজ এবং চারটি পা। রং লাগিয়ে দ্যাখো তো, তোমার দেখা চিড়িয়াখানার সেই বাচ্চা হাতিটির মতো কিনা!

chelpark

Quality Products
Crafted with Care

CHELPARK COMPANY PVT LTD
A-93, Rajajinagar Industrial Estate, Bangalore-560 044

হি-ম্যান

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আজকে স্কুলে
রাকেশ আর
স্কুল মাস্তানের
মোকাবিলা!

শক্তি যোগাতে ওকে টিফিনে **সবুজ ছোলার পরোটা** দিন।

উপকরণ

৫০০ গ্রা. আধ বাটা সবুজ ছোলা, ৩ বড় চামচ আটা, ১ বড় চামচ বেসন, ১ বড় চামচ দই, মিহি কুচনো আদা ও ধনেপাতা, নুন স্বাদ মতো।

পদ্ধতি

আধ বাটা ছোলার সঙ্গে আটা, বেসন, নুন, দই, ধনেপাতা আর তেল দিয়ে পরোটার ময়দার মতো মেখে নিন। ছোট লেচি বানান, পরোটার মতো বেলে নিন। তেল দিয়ে হালকা করে তাওয়া বা নন্‌স্টিক প্যানে ভেজে নিন, এবার সুপাররাপ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে জড়িয়ে নিন।

SUPERWRAP

খাবারকে রাখে সুপারটাটকা।

Trikaya Grey IA.3.91.BEN

কুইজ

কমিক্‌স-বইয়ের ইতিহাস

কমিক্‌স এখন আর শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নয়। কমিক্‌স নিয়েও হয়েছে নতুন সব আন্দোলন আর পরীক্ষানিরীক্ষা।

কমিক্‌স বই বা কমিক্‌স ম্যাগাজিন খুব একটা বেশিদিন আগের কথা নয়। একসময় শুধুমাত্র খবরের কাগজেই দিনের পর দিন কমিক্‌স প্রকাশিত হত, কমিক্‌স বই করার কথা তখনও কেউ ভাবেননি। কমিক-স্ট্রিপগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করে বই আকারে প্রকাশ করার কথা প্রথম ভাবা হয় ১৯৩০ সালে। প্রথমদিকে এই বইগুলিতে খবরের কাগজে বের হওয়া কমিক্‌স পুনঃপ্রকাশিত হত, কিন্তু সে-অবস্থা বেশিদিন ছিল না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কমিক প্রকাশনসংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব চিত্রকাহিনী প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯৩৮ সালে জেরি সিগেল ও জো শাস্টারের 'সুপারম্যান' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কমিক্‌স-দুনিয়ায় অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়, তথাকথিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকের পাশাপাশি নতুন এক মাধ্যমের জন্ম হয়। চারের দশক ভালভাবে শুরু হতে না হতেই ব্যাটম্যান, দ্য হিউম্যান টর্চ, ক্যাপ্টেন আমেরিকা প্রমুখ অতিমানবিক 'সুপার হিরো'রা চিত্রকাহিনীর পৃষ্ঠায় বেশ জাঁকিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কমিক্‌স বিপুল জনপ্রিয় ছিল, ছোট বড় সবাই (এমনকী, সৈনিকরাও) তখন কমিক্‌স পড়তে ভালবাসতেন।

যুদ্ধের পর কমিক্‌স বইয়ের বিক্রিতে ভাটা পড়তে শুরু করে, বিক্রি বাড়ানোর জন্য প্রকাশকরা হিংস্রতা, আতঙ্ক ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়েন।

বলা বাহুল্য, নির্বিচারে এইসব হিংস্রতা ও ভয়াবহ আতঙ্কের কাহিনী ছাপার জন্য সাধারণ মানুষ কমিক্‌সের প্রতি বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পাঁচের দশক অবধি এই বিরূপতা কাটেনি, পরিশেষে সেন্সরশিপের খাঁড়ার ঘা এড়ানোর জন্য প্রকাশকরা একত্রে কমিক্‌স কোড অথরিটি গঠন করেন। এই সংস্থাই কমিক্‌স শিল্পকে যেমন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সেরকম মাধ্যমটিকে ক্রমশ জোলো, এবং একঘেয়ে করে তুলেছে।

বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য, দুটোকেই এগিয়ে যেতে হলে নিত্যনতুন এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন। দুয়ের দশকে কমিক্‌স-দুনিয়ায় আবার ঘটল সাফল্যের এক নতুন পরীক্ষা। মারভেল কমিক্‌স নতুন ধরনের সুপার হিরোর কাহিনী ছাপতে শুরু করল। 'ফ্যান্টাস্টিক ফোর' (চমকপ্রদ চারজন), 'দ্য ইনক্রেডিবল হাল্ক' ও 'ব্যাটম্যান' এই নতুন ধরনের নায়ক। একটা প্রজন্মে, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল এই বইগুলি, তাদের তারুণ্য, সময় ও চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। রবার্ট ক্রাম্ব, গিলবার্ট শেলটন, এস. ক্লে উইলসন, আর্ট স্পিগেলমান প্রমুখ চিত্রকর কমিক্‌স সৃষ্টিতে তাঁদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি' কোথায় অবস্থিত ? **পিন্টু দে,** চাঁপদানি, হুগলি ।

(২) সি. আই. এস. এফ কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ কী ? **অরূপ সাহা,** দুর্গাপুর ।

(৩) কোন বিখ্যাত ক্রিকেটারের আত্মজীবনীর নাম 'স্পিন পাঞ্চ'? **রামজয় ভট্টাচার্য,** গুসকরা ।

(৪) 'আপেক' (A.P.E.C) কথাটির পুরো নাম কী ? **মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ,** আলিপুরদুয়ার ।

(৫) রেপসিড তেলের বৈজ্ঞানিক নাম কী ? **সৌম্যেশ মণ্ডল,** ভোগপুর ।

(৬) ভারতে ফুটবল খেলার প্রচলন কোথায় হয়েছিল ? **শঙ্খ ঘোষ,** শিলিগুড়ি ।

(৭) তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত এখন 'সুফিয়ানা কালম' নামে বিখ্যাত । ৫৪ বছরের এই কাশ্মিরি সঙ্গীতজ্ঞ এবছর পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন । সঙ্গীত জীবিকা নির্বাহের উপযোগী নয়, এই আশঙ্কায় তাঁর পিতা তাঁকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন । কে এই সঙ্গীতজ্ঞ ? **অঞ্জলি কুমার,** রাঁচি-১ ।

(৮) প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুতনিক'-এর পুরো নাম কী ছিল ? **সার্থক গুপ্ত,** জলপাইগুড়ি ।

(৯) কোন টেনিস খেলোয়াড়কে রসিকতাচ্ছলে 'অস্ত্রাভার অশরীরী' নামে ডাকা হয় ? **অমিত মাথুর,** সিঙ্গি-২২ ।

(১০) এক বিখ্যাত বক্সার একবার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘুসিতে রিং-এর বাইরে ছিটকে গিয়ে এক সংবাদদাতার টাইপরাইটার যন্ত্রের ওপর পড়ে যান । টাইপরাইটার ভেঙে যায়, কিন্তু সেই বক্সার আবার রিংয়ে ফিরে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেন । এই মুষ্টিযোদ্ধার নাম কী ? **বিপ্লব বিশ্বাস,** কলকাতা-৬৫ ।

(১১) ব্যাটম্যানের বাসস্থান গোথাম নগরীর কথা তো সকলেরই জানা । কিন্তু একটি শহরকে সত্যিই রসিকতা করে কখনও কখনও গোথাম নামে ডাকা হয় । কী সেই শহর ? **মিঠুন গোস্বামী,** কলকাতা-৬৫ ।

(১২) বুকার পুরস্কার এখন সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত একটি সাহিত্য-পুরস্কার । ১৯৯১ সালে কোন লেখক এই পুরস্কার পেয়েছেন ? **সমর নিয়োগী,** কলকাতা-১০ ।

(১৩) কোন দেশকে বলা হয় 'সহস্র হ্রদের দেশ' ? **সুশান্ত মুখার্জি,** পুরুলিয়া জিলা স্কুল ।

(১৪) কোন ক্রিকেটার সর্বপ্রথম 'নাইটহুড' পেয়েছিলেন ? **সঙ্গীতা বিশ্বাস,** রানি বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম ।

(১৫) 'অ্যান্টিসেপটিক' চিকিৎসার আবিষ্কারক কে ? **সুরজিৎ সিন্‌হা,** চন্দননগর ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ডাঃ আজিজ ।
(২) কপিলদেব ।
(৩) লিউ ।
(৪) দ্য মিস্ট্রি অব এডউইন ড্রুড ।
(৫) ১০ ডিসেম্বর ।
(৬) ইরান ।
(৭) দুধ ও চিজে ভয় ।
(৮) মার্ক টুলি ।
(৯) ডায়াল এম ফর মার্ডার ।
(১০) ঔরঙ্গজেব ।
(১১) ইস্তাম্বুল ট্রেন (Stanboul Train) ।
(১২) নরমান ব্রুক্‌স ।
(১৩) ওয়ারেন বেটির 'রেড্‌স' ছবিতে ।

চার্লস ডিকেন্স

কপিলদেব

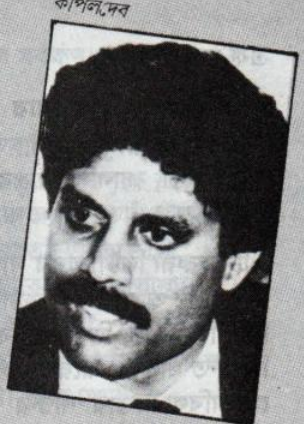

গ্রাহাম গ্রিন

মার্ক টুলি

পুষ্টির পাওয়ার

আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সামনে পুরোপুরি এক নতুন জগৎ। আর আপনার বাচ্চাদের কাছ থেকে তার চাহিদার আর অন্ত নেই। আজকের বাচ্চাদের অনেক শক্ত-শক্ত বিষয় চিন্তা করতে হয়। অন্যকে ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়। খেলাধূলোতেও হতে হয় দক্ষ ওস্তাদ। কাজের বেলাও করতে হয় কঠোর পরিশ্রম।

সেইজন্যই আপনার বাচ্চার চাই নতুনধরণের পুষ্টিকর পাওয়ার। এটিও কাজ করে কঠোর তৎপরতায়, দারুণ দক্ষতায়। হ্যাঁ, নতুন ভিভা। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী এক স্বাস্থ্যপানীয়।

ক্রীমে ভরা দুধের পাওয়ার

দুধের যাবতীয় পুষ্টি গুণ...আপনি পাচ্ছেন ভিভা থেকে। দুধ দিয়ে তৈরী ভিভা, ক্যালসিয়াম এবং দুধের প্রোটীনে ভরপুর যা আপনার বাচ্চার শক্ত দাঁত, হাড় তথা সর্বাতন্ত্রক পুষ্টিবিধানে অতুলনীয়।

৮টি জরুরী ভিটামিনের পাওয়ার

ভিভা ৮টি অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ। যেমন, ভিটামিন এ, বি$_{১}$, বি$_{২}$, বি$_{১২}$, সি, ডি, ফোলিক অ্যাসিড, নিয়াসিন। কাজেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার বাচ্চার শরীরে রোগ ও ক্লান্তির মোকাবিলা করার শক্তির অভাব হবেনা।

গড়ে তোলে, নতুন

ভিভা পাওয়ার

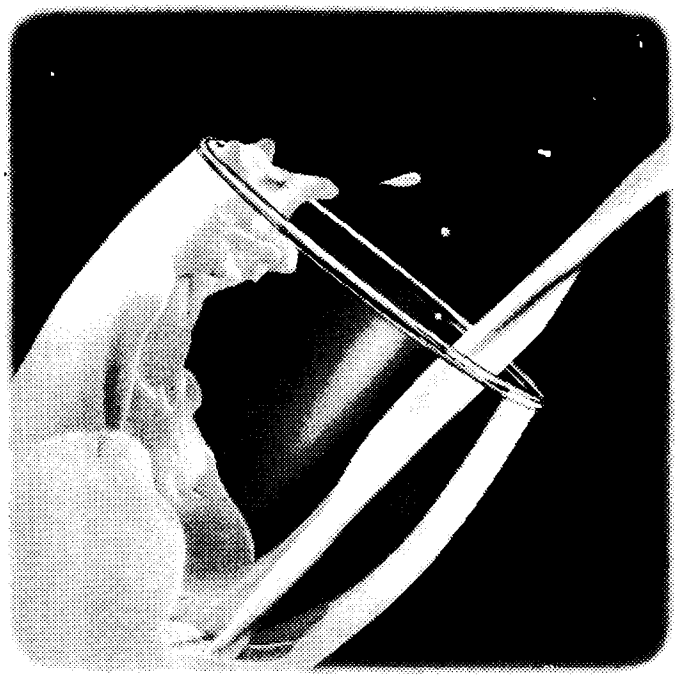

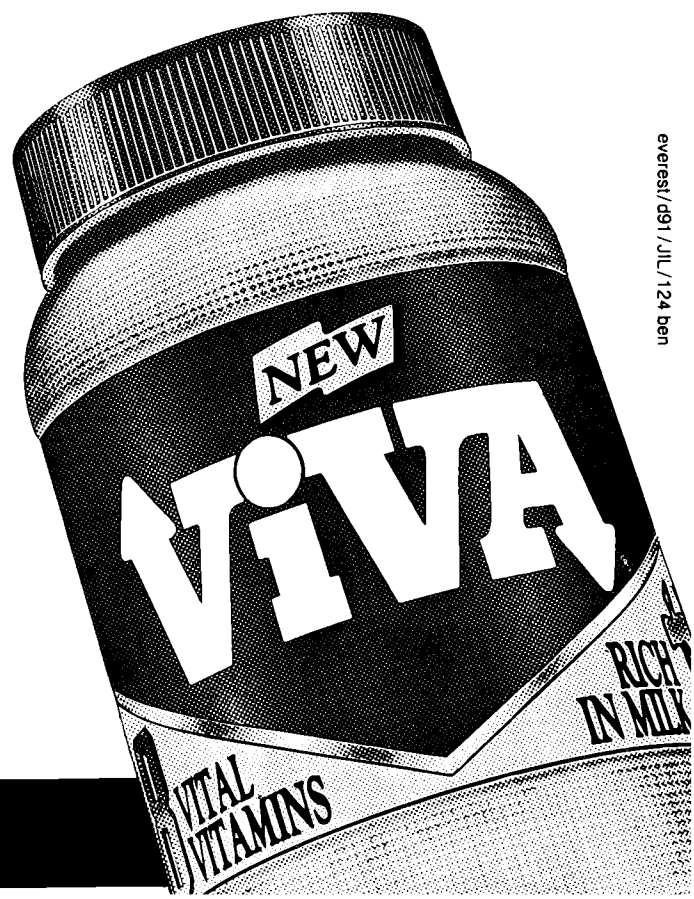

everest/d91/JIL/124 ben

স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা ওকে ঘিরে থাকবে সর্বক্ষণ।

মল্ট ও প্রোটীন পাওয়ার

ভিভা স্বাস্থ্যকর বার্লি ও গমের মল্ট ও প্রোটীনের পুষ্টিগুণে ভরপুর। আজকের বাচ্চাদের পক্ষে যার অর্থ একটি সুস্বাদু স্বাস্থ্য-পানীয়তেই আরো বেশী স্ট্যামিনা। আরো বেশী সুস্বাস্থ্য। আরো বেশী পুষ্টিগুণ। আপনার বাচ্চাকে দিন ভবিষ্যতের শক্তি। ওকে দিন ভিভা। আজ থেকেই।

প্রজন্ম

রহস্যময়ী লিনা কী করে বৃষ্টি আনল মরভূমির বুকে

দুঃস্বপ্ন !

মরুকন্যার অভিশাপ !

আমেরিকার খরাপ্রবণ অঞ্চল। মাটি অনুর্বর, শুষ্ক। কিন্তু এখানে একটি শহর আছে...আর কিছু খামার...

ড্যান, শিগগির বৃষ্টি না হলে আমরা, চাষিরা, মারা পড়ব। এ-বছর ফসল না হলে সবাই দেউলিয়া হয়ে যাব...

এবং কৃষক...

মাফ করবেন, আমি কোটটা বিক্রি করব...

তোমাকে তো আগে দেখিনি, খুকি। নতুন, তাই না ?

আমি লিনা...থাকি মরুভূমিতে।

মরুকন্যার অভিশাপ !

মরুভূমি ? বিশ্বাস করা কষ্ট... মানে, জল পাও কোথায় ?
আমার জলের অভাব হয় না । আমি বৃষ্টি-নাচের মন্ত্র জানি... ইচ্ছে হলেই বৃষ্টি নামাতে পারি...
কী বললে ? ইয়ে...আমার বাড়িতে ডিনার খাবে, লিনা ? আমার স্ত্রী চমৎকার রাঁধেন ।
ধন্যবাদ, সানন্দে ।
জেকের স্ত্রী অবশ্য 'পাগলামি' শব্দটা বলেনি !
স্রেফ বুজরুকি ! ধাপ্পা দিয়ে পেট ভরাবার ফন্দি, জেক ! ও মিথ্যুক !
জেক, তুমি নিশ্চয় এই বুজরুকিতে বিশ্বাস করো না ? বৃষ্টি-নাচ বলে কিছু নেই ।
আমি মিথ্যুক নই প্রমাণ দিতে পারি ।
হয়তো নেই, ড্যান । কিন্তু আমরা, চাষিরা, মরিয়া । পাগলামি মনে হলেও পরখ করতে হবে...
লিনা বাইরে গিয়ে আকাশে তাকাল । তার ঠোঁটে অস্ফুট শব্দ !
যত্তসব বুজরুকি !
শশ্ ! শুধু ওকে দ্যাখো !
মরুকন্যা একটু সরে দাঁড়াল.... মৃদু হাসল ।
বৃষ্টি হল ! আঃ !
লিনার ডাকে বৃষ্টি যেমন নেমেছিল তেমনই চলে গেল...
এবার যেতে পারি ?
বৃ-বৃ ...
বি-বি ...
ল্লিনা । তুমি অনেক বৃষ্টি নামাতে পারবে ? তা হলে ফসল হবে !
শস্তায় হবে না । দু' হাজার ডলার দিলে পারব ।

জেকের অত টাকা ছিল না। তবে সে জানত কোথায় পাওয়া যাবে। অন্য কৃষকেরা....
আমি দেখেছি ও বৃষ্টি নামাতে পারে। সবাই মিলে টাকা দিলে ফসল বাঁচবে।
জেক, কাজ যেন হয়...
তুমি বললে....
অতএব...
এই তোমার দু' হাজার ডলার। এবার বৃষ্টি চাই।
কাজ হবে তা তুমি জানো।
নিজের রহস্যময় গানের সঙ্গে মেয়েটি যখন নাচ শুরু করল, তখন সব নিস্তব্ধ।

জেক। প্রকৃতির কাছ থেকে যা আমাদের ন্যায্য পাওনা, সেই বৃষ্টির জন্য দাম দেওয়া আমি পছন্দ করি না।
আমিও করি না, স্যাম। আর ও বাচ্চা মেয়ে। কে জানে, জাদুর খেলা শেষ হলে কিছু বদলোক ওর টাকা কেড়ে নিতে পারে, তাই না ? হে-হে-হে !
তখন ধীরে-ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল... মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল।
হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ল এবং বাতাসে এল বৃষ্টির গন্ধ....
আর একঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।
এটাই জানতে চেয়েছিলুম। সবাই ওকে ধরো !
টাকা পেয়েছি। এবার খুদে ডাইনিকে মরুভূমিতে ওর নিজের ঘরে পাঠিয়ে দাও !
তোমাদের বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি...কিন্তু এর ফল তোমরা ভুগবেই !

মরুকন্যার অভিশাপ !

ছাই হবে ! বৃষ্টি হচ্ছে । আমরা বেঁচেছি, ফসল বেঁচেছে ।
সকাল নাগাদ ফসলে খেত ভরে যাবে । এই বৃষ্টিই আমরা চাইছিলুম । সকালে আমরা আমির বনে যাব !
অথবা ফকির....
এ কী হল ? সব খেত আগাছায় ছেয়ে গেছে !
হতচ্ছাড়া আগাছা আমার সব ফসল নষ্ট করেছে !
এই আগাছা আগেও দেখেছি । মাটির নীচে চাপা থাকে, কিন্তু খুব বেশি বৃষ্টি না হলে কখনও ক্ষতি করে না !
আর হলে, সব ধ্বংস করে...যেন এক অভিশাপ...
আমরা সবাই ডুবেছি...
সব খামারের একই হাল, জেক ! আগাছায় সব খামারই নষ্ট হয়েছে...আর শহরে সব বাড়ির ভিত নড়ে গেছে !
আমেরিকার খরাপ্রবণ শুষ্ক মৃত্তিকা – অঞ্চল । এবং এখন সেখানে কোনও শহরের চিহ্ন নেই
নেই খামার অথবা কৃষক...
আছে শুধু মরুকন্যার অভিশাপের নিস্তব্ধতা !
সমাপ্ত

Bidhan-SE-132/91 BEN

সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মশার কামড় থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা!

জেট হাই-পাওয়ার মস্কুইটো ম্যাট। জেটএর এক প্রকৃত অতি শক্তিশালী অবদান। ভারতীয় পরিবেশের জন্যেই নিখুঁত ফর্মূলায় তৈরী। বিশ্বশ্রেণীর জাপানী প্রযুক্তি সমেত। পুরোপুরি যাচাই করা, কড়াকড়ি পরখ্-করা এবং বিশেষ অ্যালুমিনিয়ম / পলি ল্যামিনেট মোড়কে প্যাক-করা,যাতে বহুকাল মজুত থাকলেও ১০০% শক্তিশালী থাকে।

সোনিক ইলেক্ট্রোকেম প্রাঃ লিঃ
৩৮, প্যাটেল নগর, ইন্দোর-৪৫২ ০০১, ভারত।
ফোন : ৪৬৬৪৫৬-৫৭-৫৮, কেব্‌ল্ : JETHOUSE
টেলেক্স : ০৭৩৫/৪৯০ SONA IN. ফ্যাক্স : ০৭৩১-৪৬৬৪৫৬।

জনস্বাস্থ্যে উৎসর্গিত এক নাম

অফিস : আহমেদাবাদ ● ব্যাঙ্গালোর ● বম্বে ● কলকাতা ● চণ্ডীগড় ● কটক ● দিল্লী ● এর্নাকুলাম ● গুয়াহাটি ● হায়দ্রাবাদ ● জয়পুর ● কানপুর ● মাদ্রাজ ● পাটনা ● সেকেন্দ্রাবাদ ● বিজয়ওয়াড়

টিনটিন * হার্জ

হ্যাঁ, মিৎসুহিরাতো। ও এখানে জাপানের গুপ্তচর... আর সেইসঙ্গে মানুষের মুখোশে ও এক ভয়ঙ্কর শয়তান...
হ্যাল্লো, টোকিয়ো ?
...গুপ্তচরবৃত্তিতে খুশি না থেকে ও আফিম পাচারকারিদের দলে ভিড়েছে...ও তাদের সর্বত্র আফিম চালানে সাহায্য করে... বেশির ভাগ চিনে।
হ্যাল্লো... টোকিয়ো বলছি.. তুমি ?...
হ্যাঁ, এক্সেলেন্সি...সব ঠিক ...টিনটিন ?...ভারতের পথে... তার পেয়ে ফিরে গেছে...তার অবশ্য আমিই করেছিলুম...ড্রাগন-পুত্ররা বাধা দিয়েছিল...ওদের আমি টিট করেছি...
চমৎকার !...এখন রাস্তা সাফ... মানে বুঝতে পারছ...সফল হলেই তুমি ফুজিয়ামা পুরস্কার পাবে... প্রথম শ্রেণী !
সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এক্সেলেন্সি,যদি আপনার প্রচারব্যবস্থা ঠিক থাকে...থাকবে ?...ভাল কথা ! তা হলে ছেড়ে দিচ্ছি, এক্সেলেন্সি...
আপনার সাহায্য পাব আশা করে ভারতে লোক পাঠিয়েছিলুম...কিন্তু মিৎসুহিরাতোর গুপ্তচরচক্র ধুরন্ধর। ওদের হামলায় আমাদের লোকটি পাগল হয়ে যায়...তবু আপনি এখানে এলেন, আর...
ভৌ ! ভৌ !
এ তো কুট্টুস !
কুট্টুস !..ও নেই!
তোমাকে পথ খুঁজতে সাহায্য করব। চিন্তা নেই,সোজা ব্যাপার ...মুণ্ডুটা কেটে নেওয়া...
দ্যাখো, খড়্গে কেমন ধার...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

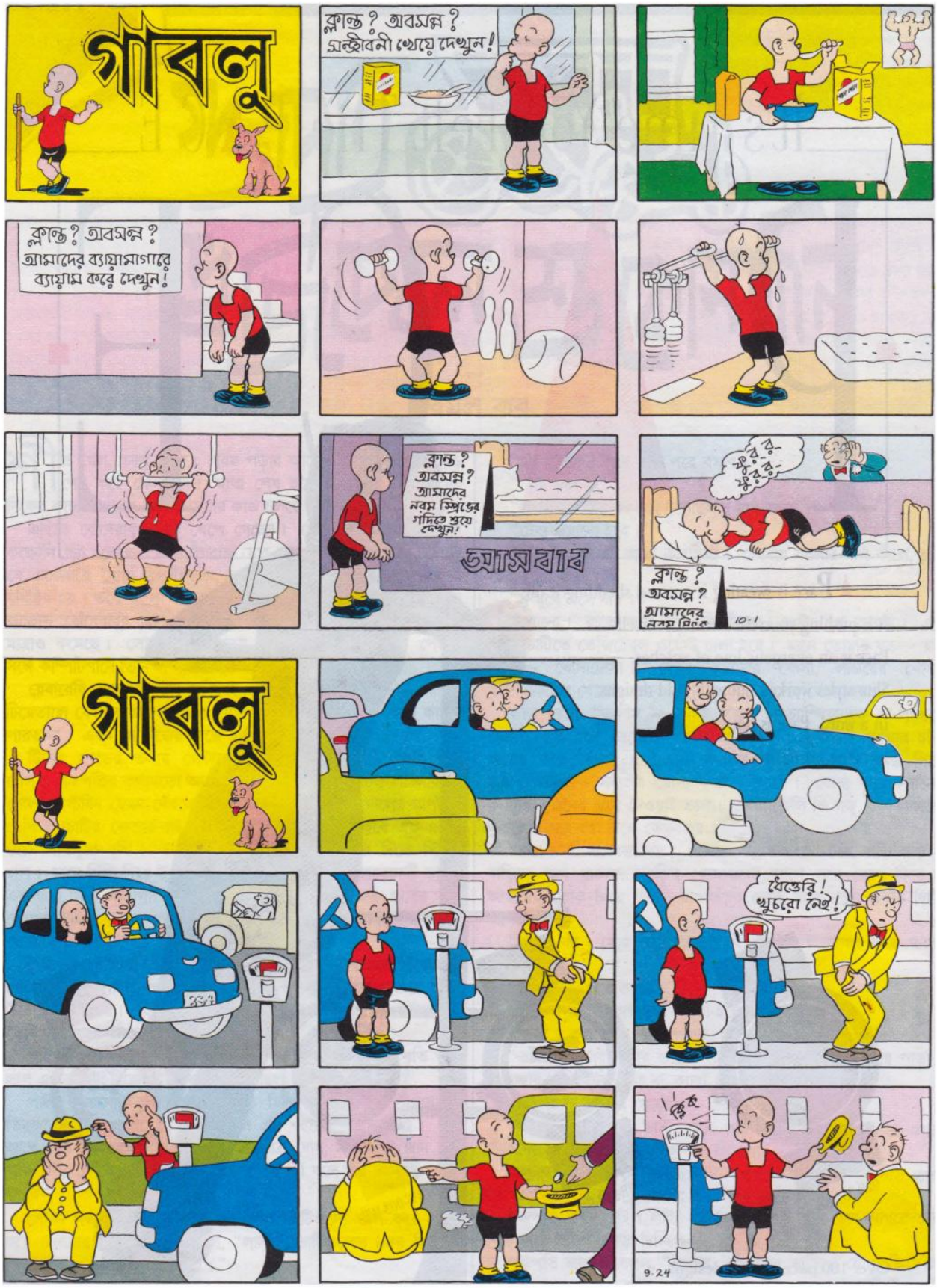

গাবলু
ক্লান্ত? অবসন্ন? সঞ্জীবনী খেয়ে দেখুন!
ক্লান্ত? অবসন্ন? আমাদের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করে দেখুন!
ক্লান্ত? অবসন্ন? আমাদের নরম স্প্রিঙের গদিতে শুয়ে দেখুন!
আসবাব
ক্লান্ত? অবসন্ন? আমাদের
10-1

গাবলু
ধেত্তেরি! খুচরো নেই!
9-24

HMT QUARTZ

It's Time You Felt The PACE

PACE

Pace is sweating it out and shedding it off.
It is pushing yourself. Testing yourself.
Pace is an energetic line of watches.
Slim styles worked out with bold designs.
In a word, Pace is power.
In other words, it's you.

Over 100 pace-setting designs.
Priced between Rs. 369 and Rs. 508

CLARION/BLR/HMT/9147

বিমল কর

শীত গেল, বসন্ত গেল। গরম পড়ার আগে পেস্তাজি টিনের শেড শেষ করে ফেললেন। মাথা শেষ হয়েছে শেডের। পেছনের দিকের কাজও অর্ধেক শেষ ; ঘেরার কাজ চলছে পেছনে।

এদিকে বোঁদেবাবুও যেন খেপে গেছেন। পেস্তা তাঁকে শুধু অপমান করেননি। চিট বলেছেন। মানে ঠগবাজ, চোর-জোচ্চোর ক্লাসের। বোঁদেবাবু যে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা, তা নন। কন্ট্রাক্টরির কাজে কেই-বা যুধিষ্ঠির হয় ! তবে মসলা মাখার সময় আড়ালে সিমেন্ট মারার যে সনাতন অভ্যেস বোঁদেবাবুর ছিল, সেটা এখন শুধরে নিয়েছেন। ফাঁকিবাজির মাত্রাও কমেছে। লোকজনও বাড়িয়ে দিয়েছেন কাজের, যাতে পেস্তার সঙ্গে কম্পিটিশানে তিনি না মার খেয়ে যান।

রেষারেষি, ঝগড়ার দরুন সুবিধেই হল গজপতির। গোড়ায়-গোড়ায় ঢিমেতালে যেভাবে কাজ চলছিল তাতে বর্ষা আগে গজপতি কিছুই করতে পারত না। এখন সে নিজের কাজে হাত লাগাতে পারবে।

টিনের শেডের তলায় গোটাচারেক গোল-গোল ভাটি তৈরি হয়ে গেল। গজপতির কথামতো আরও দুটো পরে হবে। ভাটিগুলো আকারে গোল, ডাস্টবিন যেমন দেখতে হয়। তবে মাথায় উঁচু, গোলের মাপটাও বেশি। ভাটির ভেতরে-বাইরে সিমেন্ট। দেখলে মনে হবে এক-একটা ছোট পাতকুয়া বুঝি। তা অবশ্য নয়। ভাটির বাইরের দিকে সিঁড়ির ধাপ। মানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভাটির মুখে যাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি ভাটির একপাশে সিঁড়ি, অন্যপাশে— নীচের দিকে একটা করে গর্ত, গর্তের মুখে লোহার পাইপ বা নল লাগানো। মানে ওই নল দিয়ে ভাটির মালমসলা বেরোবে।

শেড-বরাবর খয়েরি রঙের মাঝারি ধরনের এক পাইপ চলে গিয়েছে। পোড়া মাটির পাইপ গিয়ে মাঠে নেমেছে। মাঠ থেকে আবার গিয়ে উঠেছে বিল্ডিংয়ে। বিল্ডিংয়ের মধ্যে আপাতত এক বড়সড় চৌবাচ্চাও তৈরি হয়ে পড়ে আছে।

পাইপ বসানোর কাজ চলছিল। মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে গজপতি আর লালু এই কাজটা নিজেরাই দেখাশোনা করছিল।

পাইপ বসানোর কাজ করছিল পাঁচু মিস্ত্রি। তার তিন শাগরেদ। তিনজনেই ছোকরা বয়েসী। পাঁচু হল এই শহরের পাইপ-মিস্ত্রি। নাম আছে তার। 'পাইপ-পাঁচু'। পাঁচুর একমাত্র দোষ, সারাক্ষণই পান খায় আর বিড়ি ফোঁকে। মুখে পান নিয়ে ও যে কী বলে ওর ভাষায়, বোঝা মুশকিল।

সেদিন গজপতি আর লালু গোল-গোল ভাটিগুলো ভাল করে পরখ করে নেওয়ার পর গজপতি বলল, "লালুদা, ভাটিগুলোর নম্বর লিখিয়ে দিতে হবে। এক, দুই, তিন, চার।"

লালু বলল, "ই-ইংলিশে তো ? ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।"

"হ্যাঁ। আরও দুটো ভাটি পরে বসাব।"

"সেই ভাল।"

"প্রথম ভাটিটায় কী হবে বলেছিলাম মনে আছে ?"

"টেরা জমানো হবে।"

"টেরা নয় ক্যারা, ক্যারা কারাম্বুলা। তোমায় যতবার বলি ক্যারা, তুমি টেরা-টেরা করো।"

"মু-মুখে এসে যায়।"

"শোনো। রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। একটু চেঞ্জ করেছি। এক নম্বর ভাটিতে ভেজিটেব্‌ল ওয়েস্ট ঢালা হবে। মানে তোমার যত— যত কিনা— খোসাটোসা। যেমন কুমড়োর খোসা, লাউয়ের খোসা, তরিতরকারির খোসা। তবে আলুর খোসা, পেঁপের খোসা নয়।"

লালু বলল, "ভাবিস না, আমি দু'জন চ্যা-চ্যাম্পিয়ানকে লা-লাগিয়ে দেব। কথা বলে রেখেছি। বকা আর লকা। দু'জনেই পুজোর চাঁদা আদায় করে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি। এক্-এক্সপার্ট। ওরাই বাড়ি গিয়ে তরিতরকারির— সবজির খোসা কালেক্ট করবে। খোসা কালেকশানের কনট্রাক্টটা ওদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। ...আমি বলি কি গজু, বকা-লকাকে দু-চারটে করে বস্তা দিলে কেমন হয় ?"

"বস্তা ! না, না, বস্তা নয়। আমরা পলিথিন-ব্যাগ দেব, বাড়ি-বাড়ি। বাড়িতে বলা থাকবে, সবজির খোসাগুলো ব্যাগে ভরে রেখে দিতে। আমাদের লোক গিয়ে ভরতি ব্যাগগুলো নেবে, আর নতুন একটা দিয়ে আসবে।"

"বলিস কী ! রোজ অত ব্যাগ পাবি কোথায় ? ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।"

"দেখি। ...পরে ভাবব।"

লালু বলল, "দু' নম্বর ভাটিতে তা হলে কী পড়বে ?"

"পাতা। কলাপাতা, কাঁঠালপাতা, ঘাস, সো অ্যান্ড সো...।"

"তা হলে তোর নাম্বার ওয়ানে পড়ছে খোসা, না-নাম্বার টু-য়ে পাতা ; না-নাম্বার থ্রিতে টেরা—না না, ক্যারা ?" গজপতি মাথা নাড়ল।

লালু বলল, "নাম্বার ফোরে ?"

গজপতি বলল, "শ' ডাস্ট, মানে কাঠ চেরাই করাতের গুঁড়ো, আর ছেঁড়াখোড়া পেস্ট বোর্ড—যাকে বলে পিসবোর্ড !"

লালু কথাগুলো নতুন শুনছে না। তবে মাঝে-মাঝেই গজপতি তার মত পালটায় বলে আবার একবার ভাল করে জেনে নিল।

গজপতি তখন পাইপ লাইন দেখছিল। পাঁচু-মিস্ত্রি তার শাগরেদদের দিয়ে মাঠে পাইপ জোড়া দিচ্ছিল।

গজপতি লালুকে বলল, "লালুদা, এক নম্বর ভাটিতে যে ভেজিটেব্‌ল ওয়েস্ট জমানো হবে সেটা ভাটিতে থাকবে এক মাস বা থারটি টু ফরটি

ডেজ। সবজির খোসাগুলোকে গলিয়ে একেবারে কাদা করে ফেলতে হবে।"

"তাই তো বলেছিলি..." লালু বলল। "কাদা করা আর কঠিন কী!"

"হ্যাঁ। আমি একেবারে আমাদের মতন করে সব করতে চাই। খোসাগুলো গলাবার জন্যে শুধু চুন, পাথুরে চুন আর নুন ঢালব।"

"চুন—আর নু-ন।"

"হ্যাঁ।"

"গলবে?"

"দেখতেই পাবে। চুনে মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দেওয়া যায়!"

"আমি ভেবেছিলাম, তুই— একটা ব— বয়লিংয়ের ব্যাপার করবি। খোসা সেদ্ধ হবে। অথচ দেখলুম— ভাটির তলায় উনুন করলি না।"

গজপতি হাসতে-হাসতে বলল, "লালুদা, উনুনের দরকার এখন নেই। এখন তোমার এক নম্বরে খোসা গলিয়ে কাদা করা হবে। দু' নম্বরে থাকবে ক্যারা— ক্যারা ক্যারাম্বুলা।"

লালু চোখ বড়-বড় করে বলল, "তুই তো একটু আগে বললি পাতা পড়বে।"

খেয়াল হল গজপতির। বলল, "ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ—দু' নম্বরে কলার পাতা, কাঁঠাল পাতা, ঘাস— আর তোর আগার-বাগার। তবে এমন পাতা, যাতে ফাইবার কোয়ালিটি আছে। পাতাগুলোকে ছোট-ছোট করে কেটে ভাটিতে ফেলে দিতে হবে। তবে সেগুলো পুরোপুরি গলানো হবে না। মাঝারিভাবে গলানো হবে।"

"তো এখানেও চু-চুন আর নু-নুন?"

"না, এখানে চুন, নুন নয়; এখানে ভাবছি অ্যাসিড দেব। কড়া অ্যাসিড নয়, নরম অ্যাসিডের সঙ্গে এল্‌টা।"

"এল্‌টা?"

"আছে। এক ধরনের কেমিক্যাল কম্পাউন্ড! ...ও আমি তৈরি করে নেব।"

"নি-নিলি; তারপর?"

"তিন নম্বরে ক্যারা। এখন আমাদের নিজেদের ক্যারা-ডোবা হয়নি। বর্ষার পর শুরু করলে তিন-চার মাসে হয়ে যাবে। গোশালার কাছের মাঠ থেকে ক্যারা আনতে হবে। ওখানে আরও ক'টা ডোবায় ক্যারা আছে।"

লালু বলল, "ক্যারা তো কাদা-কাদা দেখতে। ওতে আবার কী দিবি?"

"ক্যারা ডিপোজিট হলে ওর মধ্যে বেশি কিছু দেব না, ধরো শিরীষের আঠা, আর খানিকটা খয়ের গোলা। আঠালো ভাব দরকার, বুঝলে না! জিনিসটাকে আঁট করতে হবে না!"

. লালু খানিকটা অবাক হল। তারপর বলল, "কাঠের গুঁড়োতেও আঠা দিবি? খয়ের গোলা!"

"ওটা চার নম্বর ভাটিতে থাকবে। কাঠের গুঁড়ো আর ছেঁড়াখোড়া পেস্ট বোর্ড। ওগুলো ভিজিয়ে কাদা-কাদা করে ঘেঁটে রাখলেই চলবে। কিছু দেওয়ার দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

লালু বলল, "কথাটা তুই বে-বেমালুম ভুলে গেলি।"

গজপতি মাথা নেড়ে বলল, "না-না, ভুলিনি। ওসব পরে হবে।"

কথা বলতে-বলতে দু'জনে মাঠে নামল। পাঁচু মিস্ত্রি কাজ করছে।

গজপতি বলল লালুকে, "লালুদা, ওই যে দেখছ শেডের মধ্যে চারটে ভাটির মুখে চারটে পাইপ— ওই ছোট পাইপ দিয়ে এক নম্বর ভাটির জিনিসগুলো বেরিয়ে আসবে। এসে ওই বড় পাইপে পড়বে।"

লালু বলল, "গজু, ওটা আমি জানি। তুই বলেছিস। ওকে আমি বলি এল প্রসেস। মানে ইংরিজি 'এল' অক্ষরের মতন দেখতে। আগে এক নম্বরের জিনিস এসে পড়বে বড় পাইপে, তারপর পড়বে দু' নম্বর ভাটির, শেষে থ্রি অ্যান্ড ফোর। পড়ে হড়হড় করে হড়কে যাবে।"

গজপতি বলল, "হড়কে যাবে মানে! তুমি যে কী বলো। বড় পাইপ

অ্যাক্টিভ-25—

আপনার বাচ্চাকে এগিয়ে

*"জিঙ্ক হল স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একটি অত্যাবশ্যক ধাতু। ঘা বা ক্ষত থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে এটি খুব সাহায্য করে। প্রোটিন তৈরীতে এবং ১০০ টিরও বেশি এন্‌জাইমের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণেও এটি সহায়ক।"

অনেক ভেবেচিন্তে তৈরী করা সুষম অ্যাক্টিভ 25-এ আছে জিঙ্ক, আপনার বাচ্চার শরীর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য। সুস্বাস্থ্যের জন্য তেমনি প্রয়োজন অন্যান্য আরও ২৪ টি পুষ্টিকর উপাদান, যেমন

অ্যাক্টিভ দেহের জন্য—

—অ্যাক্টিভ

দিয়ে জিনিসটা এসে পড়বে ওই বিল্ডিংয়ের ট্যাঙ্কটায়।"

লালু বলল, "হড়কাবে মানে পা হড়কাবে না, গজু। স্মুথলি চলে যাবে। এই ধর, আমরা যেমন কড়াইয়ের ডালের সঙ্গে ভাত মেখে খেলে গলা দিয়ে হড়কে পেটে চলে যায়, সেইরকম...।"

"ট্যাঙ্কটা হল লাস্ট ডিপোজিট ট্যাঙ্ক। ওখানে মেশানো জিনিসগুলো ধীরে-ধীরে থিতিয়ে যাবে। শক্ত হবে।"

লালু বলল, "চৌবাচ্চার মধ্যে নিজে-নিজেই থিতিয়ে যাবে।"

"যাবে। দুটো বড়-বড় উনুন থাকবে চৌবাচ্চার পাশে। হিট পেলেই জলের কিছু থাকবে না। জল উবে যাবে। মোয়েশ্চারও চলে যাবে। আস্তে-আস্তে আঁট আর শক্ত হবে..."

লালু বলল, "আরে এ তো ইজি ব্যাপার। আমসত্ত্ব যেভাবে হয়—সেইভাবেই। ওখানে রোদ, এখানে হিট।"

গজপতি বলল, "না লালুদা, অত ইজি নয়। ওইভাবে শক্ত করা যাবে না। সেমি-শক্ত আর আঁট হলে, চৌবাচ্চা থেকে জিনিস তুলে বড়-বড় চৌকোনো অ্যালুমিনিয়াম ট্রেতে রাখতে হবে।"

"ট্রে? ট্রে-র সাইজ?"

"ধরো, তিন বাই তিন, বা চার বাই চার ফুট।"

"হয়ে যাবে।"

"ট্রেগুলোকে তারপর একেবারে অল্প আঁচের চুল্লির ওপর রাখতে হবে। দু-তিনদিন বড়জোর। ব্যস, হয়ে গেল।"

"মানে ভেজিটেব্‌ল শু-এর ভে-ভেজি চামড়া হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। ভেজি শিট হয়ে গেল। ওই শিট কেটে তুমি জুতো করো, নো প্রব্‌লেম।"

লালু বলল, "বিউটিফুল। গজু, তুই রং-অলা জুতো করবি না?"

"এখন নয়। রং করা পরে হবে। ওটা কঠিন কাজ নয়। এখন আমরা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে এমনই জুতো করব।" বলে, একটু থেমে গজপতি আবার বলল, "লালুদা, এক লাফে গাছে চড়া যায় না। যায়?"

"না, নেভার। হনুমানরাই পারে।"

"এই কাজের ক'টা ফেজ্ আছে, মানে স্তর। ভাটি পর্যন্ত একটা স্টেজ। দু' নম্বর স্টেজ হল ভেন্-শিট তৈরি করা পর্যন্ত। তিন নম্বর স্টেজ হল জুতোর কাঁটছাট, জোড়, এইসব।"

লালু বলল, "তা হলে তো আরও মাস চারেক।"

গজপতি বলল, "তার আগেই ভাটি চালু করব। কী হচ্ছে দেখতে হবে না!"

হঠাৎ পাঁচু মিস্ত্রির কী হল, বিকট এক চিৎকার করে পাইপের কাজ ফেলে দে দৌড়। দৌড়ে অবশ্য পালাল না, বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাগল।

গজপতি অবাক। লালুও অবাক।

হল কী পাঁচু মিস্ত্রির?

পাঁচুর শাগরেদরা কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকল।

লালু এক শাগরেদকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে? পাঁচুর কী হল? অমন করছে কেন?"

শাগরেদ বলল, "ও কিছু না বাবু! কাকাকে 'পাইপ বাবা' ভর করে। আজ কী বার?"

"কী মানে?"

"পুন্যিমে না আমারাত?"

"জানি না। অমাবস্যা হতে পারে।"

"তবে ঠিকই হয়েছে। কাকা এখন ভরে থাকবে। আধা ঘণ্টা। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।"

গজপতি বলল, "লালুদা, বড় তাজ্জব ব্যাপার।"

লালু বলল, "দাঁড়া, এ তো সবেই শুরু, গজু। আরও কত কী হবে!"

(ক্রমশ)

এর জিঙ্ক

বড় হওয়ার পথে নিয়ে যায়।

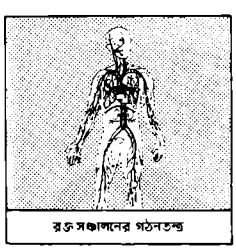

রক্ত সঞ্চালনের গঠনতন্ত্র

-দুধের প্রোটিন, দুধের চর্বি, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিনসমূহ, ক্যালশিয়াম, লোহা ইত্যাদি। দেখে নিন, আপনাদের স্বাস্থ্যের পানীয়তে জিঙ্ক আছে কি না। না থাকলে অ্যাক্টিভ 25 নিতে আরম্ভ ক'রে নিশ্চিন্ত হোন।

* উৎস: দা ফার্মাকোলজিক্যাল বেসিস ফর থেরাপিউটিক্স, ৮ম সংস্করণ।

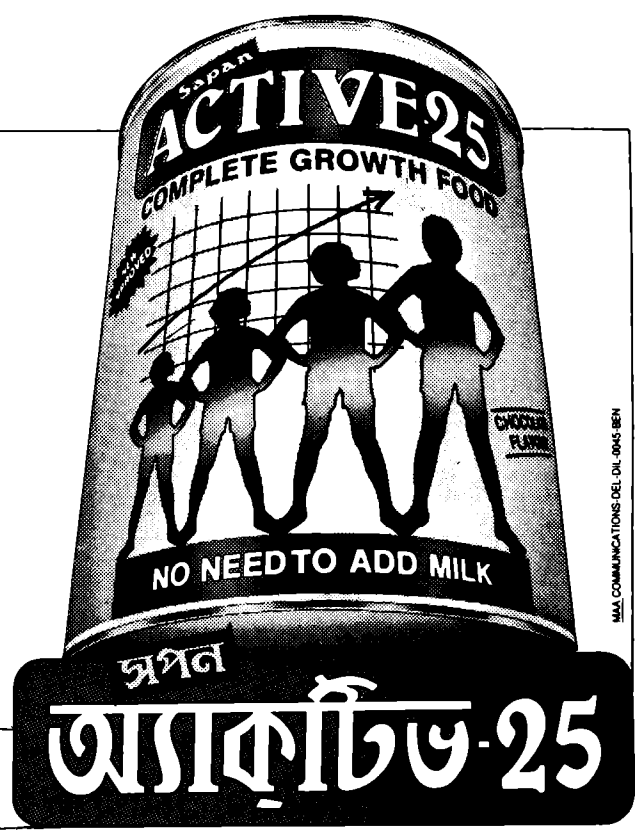

অ্যাক্টিভ মস্তিষ্কের জন্য
কর্ম্মময় প্রজন্মের জন্য

সপন অ্যাক্টিভ-25

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ২৩৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৯৬ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৪৬৮ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩৯২ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও
সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের
অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

ধারাবাহিক উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার

স্বপ্নের বাগান

রাজর্ষি জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই ?" লোকটা মাথা নাড়ল, "কাউকে নয় ভাই। আমার একটু খাবার চাই।"

সঙ্গে কমলাদি চিৎকার করে উঠল, "কী আশ্চর্য। ভিক্ষে চাইতে এত ওপরে উঠে এসেছে। নীচের দরোয়ানগুলো কি অন্ধ হয়ে গেল ? চলে এসো ভেতরে, আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।" রাজর্ষির হাত ধরে টানল কমলাদি।

শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়াল রাজর্ষি। তার খুব অদ্ভুত লাগছিল। কলকাতা শহরের পথেঘাটে অনেক ভিখিরি সে দেখেছে। তারা অদ্ভুত গলা করে ভিক্ষে চায়। শুনেই মনে হয়, ওরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নাটক করছে। একবার কালীঘাট মন্দিরের বাইরে এরকম কয়েকজনের গলা শুনে সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ওরা ওইরকম গলায় ভিক্ষে চাইছে কেন মা ?"

মা জবাব দিয়েছিলেন, "ওরা ভাবে, ওইভাবে বললে আমাদের মনে বেশি সহানুভূতি আসবে।"

"তোমার মনে সহানুভূতি আসছে না ?"

"না। শুনে-শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।"

অথচ এই লোকটাকে মোটেই ভিখিরি বলে মনে হচ্ছে না। সেই গলায় কথাও বলল না। আমার একটু খাবার চাই কোনও ভিখিরি বলে নাকি ?

সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাছে পয়সা নেই ?"

লোকটি মাথা নাড়ল, "নাঃ। যা ছিল তা দিয়ে সকালে মুড়ি কিনে খেয়েছি।"

কমলাদি তার হাত শক্ত করে ধরে আছে। মায়ের হুকুম, কোনও উটকো লোক যদি আসে তা হলে দরজা না খুলতে। কমলাদি বলল, "আপনি অন্য জায়গায় যান, আমাদের এখানে খাবারটাবার হবে না।"

লোকটি মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি। আসি ভাই।"

শেষ শব্দ দুটো যে তাকেই বলা, রাজর্ষি বুঝল। লোকটি নেমে যাচ্ছে। পেছন থেকে দেখে হঠাৎ খুব খারাপ লাগল রাজর্ষির। সে চিৎকার করল, "দাঁড়ান।"

লোকটা দাঁড়াল। রাজর্ষি কমলাদির হাত ছাড়িয়ে ভেতরে ছুটে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে বলল, "দরজা বন্ধ কোরো না।" তারপর নিজের পড়ার টেবিলে পৌঁছে ব্যাগে হাত দিল। স্কুলবাসে যাওয়া-আসা করে সে, কিন্তু কোনও কারণে যদি বাস খারাপ হয়ে যায়, অন্যভাবে ফিরতে হয় এবং তার জন্য টাকার দরকার হতে পারে বলে মা তার ব্যাগে পাঁচটা টাকা রেখে দেন। দিনের পর দিন টাকাটা ব্যাগেই পড়ে আছে। রাজর্ষি টাকাটা হাতে নিয়ে ভাবল, এর মধ্যে তো একদিন বাস খারাপ হতে পারত। খারাপ হলে এই টাকাটা নিশ্চয়ই খরচ হত। তা হলে মা আবার পাঁচটা টাকা ব্যাগে রেখে দিতেন। সে ঝটপট দরজায় চলে এল। কমলাদি একটু বিব্রত ভঙ্গিতে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। মানুষটি সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে। রাজর্ষি পাঁচ টাকার নোটটা এগিয়ে ধরল, এটা দিয়ে খাবার কিনে খান।"

"তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছ ?"

"হ্যাঁ। আমার টাকা।"

"কিন্তু আমি তো ভাই টাকা চাইনি। খাবার চেয়েছি।"

"খাবার আমি দেব কী করে ? তা ছাড়া টাকা দিয়েই তো খাবার কেনা যায়।"

লোকটা বলল, "মুশকিলে ফেলে দিলে।"

কমলাদি চাপা গলায় ধমকাল, "তুমি পাঁচ-পাঁচটা টাকা ভিক্ষে দিচ্ছ ? কোথায় পেলে টাকা অ্যাঁ ?"

"আমার ব্যাগে ছিল। আর,আমি ভিক্ষে দিচ্ছি না।"

"তবে কী দান করছ ?"

"কিছুই করছি না। ওঁকে খাবার কেনার জন্যে দিচ্ছি। নিন।"

লোকটা হাসি-হাসি মুখে উঠে এল। তারপর বলল, "তোমার মন এখনও ভাল আছে। কিন্তু তুমি টাকা দিলে আমি খালি হাতে তা নিতে পারি না। আমার গুরুর নির্দেশ আছে।" লোকটা তার কাঁধের ঝোলায় হাত ঢোকাল। একটু হাতড়ে কয়েকটা জিনিস বের করে দুই হাতের মধ্যে তুলে ধরল,"এর থেকে যে-কোনও একটা তুমি নাও।"

রাজর্ষি দেখল একটা চিরুনি, ছোট পেনসিল, একটা ব্লেড আর চৌকো ছোট্ট আয়না রয়েছে সেখানে। জিনিসগুলো যে খুবই শস্তার সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার কয়েকদিন আগে শোনা একটা শব্দের কথা মনে পড়ল। বাবা বলেছিলেন, খুবই খটোমটো শব্দ,'আত্মমর্যাদা'। লোকটির মধ্যে সেটা খুবই আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এর একটা নিলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না ?"

"না।"

তিন ইঞ্চি লম্বা দু' ইঞ্চি চওড়া আয়নাটা চকচক করছিল। রাজর্ষি সেটার দিকেই হাত বাড়াল। লোকটা খুব খুশি হয়ে বাকি জিনিস ঝোলায় ভরে টাকাটা নিল। তারপর মাথা নেড়ে নীচের দিকে চলে গেল।

রাজর্ষি আয়নাটা সামনে ধরল। তার নাক,মুখ কেমন মোটামোটা লাগছে। সে ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে কমলাদি আক্ষেপের গলায় বলল, "আট আনার আয়না পাঁচ টাকা দিয়ে কিনলে ! কী বুদ্ধি। মা জানতে পারলে আমাকে চিবিয়ে খাবে।"

"মোটেই আমি আয়নাটা কিনিনি। তুমি বড্ড বেশি কথা বলো।" রাজর্ষি নিজের ঘরে ফিরে এসে আয়নাটা ড্রয়ারে রেখে দিল। তাদের বাড়িতে যত আয়না আছে তা খুবই দামি। যার যা চেহারা তা অবিকল দেখায়।

ঠিক ছ'টায় মা বাড়িতে ফিরলেন। ছোট্ট করে দু'বার বেল বাজে। এই সময় কমলাদি খুব সজাগ থাকে। ছুটে যায় দরজা খুলতে। মা গলদ্ঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় ধপ করে বসে পড়েন। বসেই জিজ্ঞেস করেন, "রাজুর বাস ঠিক সময়ে এসেছিল ?"

পাশের ঘর থেকে রাজর্ষি আজও প্রশ্নটা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে কমলাদির গলা ওপরে উঠল, "হ্যাঁ এসেছিল, তারপর যে কাণ্ড হয়েছিল, উঃ।"

"কী হয়েছিল ?"

"আমরা লিফ্টে উঠছিলাম,অমনই কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেল।"

"জেনারেটার চালায়নি ?"

"না। খারাপ ছিল। লোকে দরজাটা একটু খুলতে পেরেছিল আর সেই ফাঁক দিয়ে তোমার ছেলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। নিজে নিজে খেয়েছে। ওর সেই বন্ধুটাও সঙ্গে ছিল।" কমলাদি রিপোর্ট দিচ্ছিল।

"শুভম ?"

"হ্যাঁ। আমি এলে ছেলেটা চলে গেল। ওর হাতে ক্যাসেট ছিল।"

হঠাৎ মায়ের গলা কানে এল, "রাজু ?"

"দাঁড়াও না, আরও আছে। তারপর একটা লোক এসে খাবার চাইল।"

"ভিখিরি ?"

"ওইরকমই। আমি বলি ভেতরে এসো, কে কার কথা শোনে।"

"আশ্চর্য ? তুমি দরজা খুললে কেন ?"

"ওই বন্ধুটা চলে যাওয়ার সময়ই তো লোকটা এল। আমি ভেতরে আসতে বলেছি বলে রাজুর কী রাগ। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই লোকটাকে পাঁচ-পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল খাবার কিনে খেতে। বোঝো ?"

"তোমার ওপর তো আমি কোনও ভরসা রাখতে পারব না কমলা। এই ফ্ল্যাট তোমার ভরসায় ফেলে অফিসে যাই, এর পর কোনওদিন শুনব চোর-ডাকাত ঢুকে সব নিয়ে গিয়েছে আর তুমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছ। ভিখিরিটা ভেতরে ঢোকেনি তো ?"

"না। আমি কখনও ঢুকতে দিই ? বকেছি বলে তারপর থেকে আমার সঙ্গে রাজু কথাই বলতে চাইছে না।" কমলাদির কথা শেষ হওয়ার মুখে রাজর্ষি দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

মা ওর মুখের দিকে তাকালেন। অদ্ভুত দৃষ্টি। মাকে অবশ্য একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না। কিন্তু মুখে-চোখে বিরক্তি ফুটে উঠছিল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী করেছ তুমি ?"

"কেন ?"

"কেন ? আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে ? কেন লোকটাকে টাকা দিয়েছ ?"

"ওর খুব খিদে পেয়েছিল, তাই।"

"খিদে তো অনেকেরই পায়, তাই বলে তুমি ভিক্ষে দেবে ?"

"আমি ভিক্ষে দিইনি। লোকটা টাকাও নিতে চায়নি। আমি খাবার কেনার জন্যে দিয়েছি। তুমি আমাকে বকছ কেন ?"

"আশ্চর্য ! তোমাকে আমি বারবার বলেছি, কত বদমাশ লোক ওইসব বলে ভেতরে ঢুকে সর্বনাশ করে যায়। তুমি কমলাদির কথা শোনোনি কেন ?"

"কমলাদি লোকটাকে'ভিক্ষুক'বলছিল।"

"তা ছাড়া আবার কী ? এত ওপরে আসতে পারল কী করে ? দাঁড়াও, তোমার বাবা আসুন। কেয়ারটেকারের কাছে কমপ্লেন করতে হবে। পাঁচ টাকা পেলে কী করে ?"

"আমার ব্যাগে ছিল।"

"ওটা তো ইমার্জেন্সিতে খরচ করার টাকা।"

"এটাও তো ইমার্জেন্সি।"

"মানে ?"

"একটা মানুষ খেতে পায়নি সেটা ইমার্জেন্সি নয় ? কমলাদি ওকে খাবার দিত ? তাই টাকা দিয়েছি।"

"ভীষণ পেকে গিয়েছ। আর একটা পয়সাও তুমি পাবে না। এবার কখনও বাস খারাপ হলে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে। যত্তসব ভিখিরি।"

"লোকটা ভিখিরি নয়।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। ওর আত্মমর্যাদা আছে।"

"শব্দটা কে শেখাল ?"

"বাবা।"

"উনিই তোমার বারোটা বাজাচ্ছেন। তা কীরকম আত্মমর্যাদা শুনি ?"

"শুধু হাতে টাকা নিতে চায়নি।"

রাজর্ষি কথাগুলো বলামাত্র হেসে গড়িয়ে পড়ল কমলাদি, "ও বউদি, সে এক কাণ্ড। লোকটা ঝোলা থেকে চিরুনি, ব্লেড, খেলার আয়না বের করে বলল, ওই টাকার বদলে একটা জিনিস নিয়ে নিতে। রাজু আয়নাটা নিল। আট আনার আয়না।"

মা চমকে উঠলেন, "তুই খেলো আয়না নিলি ?"

"ভালবেসে কিছু দিলে তার দাম ধরতে হয় না, তুমিই বলেছ।" রাজর্ষি কথাগুলো বলে ঠোঁট কামড়াল।

"নিয়ে এসো ওটা।"

"কেন ?"

"যা বলছি তাই করো।"

অগত্যা রাজর্ষিকে আয়নাটা নিয়ে আসতে হল। দূর থেকেই সেটাকে এক পলক দেখে মা বললেন, "গারবেজ ব্যাগে ফেলে দাও ওটা। লোকটার কোনও অসুখ আছে কিনা তাও জানি না। ফেলে দাও বলছি।"

কিচেনের পাশে যে ব্যাগটা থাকে তাতে ফেলে দিল রাজর্ষি। ওর খুব খারাপ লাগছিল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "শুভমের সঙ্গে ক্যাসেট দেখেছ ?"

সত্যি কথা বলল রাজর্ষি, "হ্যাঁ।"

"ওঃ। তোমাকে কতবার বলেছি এখন ভি সি আর খুলবে না। এত অবাধ্য কেন ?"

"এটা অন্য ধরনের ছবি।"

"যে-ধরনেরই হোক। তুমি আমার কথা অমান্য করেছ।"

"আই অ্যাম সরি।"

"সরি বললেই সাতখুন মাফ হয়ে যায় না। যাও, পড়তে বোসো।"

রাত আটটায় বাবা ফিরলেন। মা নিশ্চয়ই আজকের ঘটনাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন। স্নান করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাবা তার পড়ার টেবিলে এলেন, "মা যা চান তাই তোমার করা উচিত রাজু। বুঝলে ?"

রাজর্ষি কথা বলল না। শক্ত হয়ে বসে রইল।

"তোমার মা খুব ডিস্টার্বড। শোনো, এবার আর সেকেণ্ড নয়, তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে। ক্লাসে ফার্স্ট হলে সবাই খুশি হব।" বাবা মাথায় হাত রাখলেন।

রাজর্ষি চুপ করে রইল।

শব্দসন্ধান রঞ্জন

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) শ্রীক্ষেত্র। (৩) লক্ষ্য। (৫) নখ দিয়ে কাটা হয়। (৭) 'কালো— গেল ঘুচে ...'। (৮) বাতাস কখনও কখনও এমন হয়। (১০) ইনি শেখান। (১২) সদৃশ, তুল্য। (১৩) পরিহাস, কৌতুক। (১৪) ছিদ্রহীন। (১৬) দক্ষিণ আমেরিকার এক রাজধানী-শহর। (১৮) জল। (১৯) নিশ্চল, নিস্পন্দ। (২১) পদক, মেডেল। (২৩) চতুষ্পাঠী, আবার অনেকের গালেও পড়ে। (২৪) কুলজাতীয় টকমিষ্টি ফল। (২৬) অরণ্যানী। (২৮) দুঃখে, হতাশায় মন যেমন করে। (২৯) পুরনো হলে না-ঘাঁটাই ভাল। (৩০) প্রথম পদ। (৩১) রাজস্থানের ইতিহাস-প্রণেতা।

উপর-নীচ : (১) প্রাচীন উপাখ্যান। (২) প্রণালী, প্রথা। (৩) যেখানে দিনরাত্রি সমান- হয়। (৪) শব্দ। (৫) ডাকনামে এক ভারতীয় ক্রিকেটার। (৬) পক্ষিবিশেষ। (৯) স্নেহ, মায়া। (১০) ব্যাঙের ছাতা। (১১) কলকাতা নগরীর কবিকৃত বিশেষণ। (১২) চাঁদ। (১৫) পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের শেষটি। (১৭) যখন-তখন যার হাত ওঠে তেমন লোক বা ছেলেকে কী বলবে? (১৯) মুসলমান মৎস্যজীবী। (২০) গরিবের বন্ধু, ধনীর ত্রাস, কিংবদন্তির এক নায়ক। (২২) এই হস্তিশাবকের দাঁত গজায়নি। (২৩) মুষ্টিযোগ। (২৫) কর্কশ বা রুক্ষ আচরণ। (২৬) অবরুদ্ধ, আটক। (২৭) কটিবন্ধন। (২৮) হঠাৎ, তড়িঘড়ি।

গত সংখ্যার সমাধান

প	রি	খা	■	আ	খ	■	অ	র্য	মা
শ্বা	প	দ	■	লি	রা	■	থ	■	তৃ
চা	■	ক	লি	ঙ্গ	■	জ	বা	■	ভ
র	সা	■	■	ন	ট	ন	■	মু	ক্তি
■	র	ক্তি	কা	■	ম	র	■	ক্ত	■
■	মে	■	র	থ	■	ব	সু	ধা	■
হ	য়	■	কু	লি	শ	■	■	রা	শি
লা	■	বা	ন	■	ব	ঞ্জু	ল	■	হ
য়ু	■	উ	■	ভা	ন	■	সা	গ	র
ধ	ব	ল	■	জা	ম	■	গু	ঞ্জ	ন

"কী, কথা বলছ না যে?"

"আমি ফার্স্ট হতে চাই না।"

"গড। কেন?"

"ফার্স্ট হলে আমাকে মনিটর হতে হবে।"

"হবে। সেটা তো সম্মানের।"

"মোটেই না। মনিটরকে অন্য ছেলেরা খারাপ চোখে দ্যাখে। মনিটরের কাজ হল ছেলেদের সম্পর্কে ক্লাসটিচারকে রিপোর্ট করা।"

"ও। সবাই যদি ভাল হয় তা হলে খারাপ রিপোর্ট করতে হবে না। কিন্তু আমি চাই তুমি ফার্স্ট হও।"

"না, আমি হব না।"

"অদ্ভুত। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে তুমি সেকেণ্ড হয়ে আসছ, একটুও লজ্জা করে না তোমার? একবারও ফার্স্ট হতে ইচ্ছে হয় না?"

রাজর্ষি উত্তর দিল না।

"কী হল?"

"আমি তা হলে ফেল করব।"

"হোয়াট?" বাবা চিৎকার করে উঠলেন। মা ছুটে এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

"কী হল?" মা জানতে চাইলেন।

"ও বলছে ফার্স্ট হতে বললে ও নাকি ফেল করবে।" বাবা জানালেন। মা এগিয়ে এলেন, "তুই জানিস কী করে ফেল করতে হয়?"

"জানি। অ্যানসার লিখব না।"

"বাঃ। আর কী! হয়ে গেছে তোমার! জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসে আছ। তোমাকে হাজারবার বলেছি, ওই ক্যাসেট দেখেই এই পাকামি শিখেছে।" মা বাবাকে বললেন। বাবা খুবই বিব্রত। জিজ্ঞেস করলেন, "ফেল করতে শিখে গেছ, তুমি কি জানো, কীভাবে ফার্স্ট হতে হয়?"

"জানি।"

"তা হলে হচ্ছ না কেন?"

"বললাম তো। ইন্দ্র সবক'টা কারেক্ট অ্যানসার লেখে বলে ফার্স্ট হয়। আমি আধখানা ভুল লিখি বলে সেকেণ্ড হই। ইন্দ্রকে ক্লাসের সবাই এজেন্ট বলে, আমাকে বলে না।" টেবিল থেকে চোখ সরাল না রাজর্ষি।

এবার বাবা হেসে উঠলেন, "ওকে। তোমাকে দয়া করে ফেল করতে হবে না। তুমি সেকেণ্ডই হোয়ো। কিন্তু এটা যতদিন মনিটর হতে হবে, তদ্দিন।" বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা গজগজ করতে-করতে বাবাকে অনুসরণ করলেন। রাজর্ষি টেবিলে দু' হাত ভাঁজ করে মুখ গুঁজে দিল।

অনেক রাত। কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। সে আলাদা ঘরে শোয়। আত্মমর্যাদা আছে এমন লোকের প্রশংসা কেন করব না বাবা? ওই বিষয়ে কথাই তোলেনি কেউ আর। রাজর্ষি বিছানা থেকে নামল। পা টিপে-টিপে কিচেনের সামনে পৌঁছে গারবেজ ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে আয়নাটাকে তুলে নিল। বেসিনে হাত আর আয়নাটাকে ধুয়ে নিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এল। আয়নাটাকে রেখে দেবে। চিরদিনের জন্য। এটাকে দেখলেই তার মনে হবে শুধু-শুধু হাত পেতে কারও কাছে কিছু নিতে নেই। আয়নাটাকে কোথায় রাখা যায়?

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রিল্যাক্সনের ছন্দে সজীবতা প্রতি অঙ্গে

সারারাত রিল্যাক্সনের বিছানায় চমৎকার ঘুম।
তারফলে সারাদিন সজীব, চনমনে, ছন্দময় জীবনযাত্রা।
রিল্যাক্সনের এইতো জাদু। রিল্যাক্সন রাবারাইজ্‌ড কয়ার ম্যাট্রেস
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আপনার শরীরের ভার বহন করে।
এতে শুধু ঘুমই নয়, হয় সত্যিকারের বিশ্রাম।
রিল্যাক্সনের ছোঁয়ায়
আপনার জীবন ছন্দময় হোক।

RILAXON
আপনার আরামের জন্য
গদী • তাকিয়া • বালিশ
শ্রী দিগ্‌বিজয় সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের
'কয়ার ও ফোম' ডিভিশন
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড কলকাতা-৭০০ ০০১
8391-1977

Sobhagya/RIL-2/90/BEN

ANANDAMELA 25 DECEMBER 1991 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

পে শ হ ল

গো ল্ড এবং লা ই ল্যা ক

মার্ভেল

আ ন্ত র্জা তি ক কো য়া লি টি আ ল্ট্রা লা ক্সা রি সা বা ন

গোদরেজ

Mudra B GS 1069 2317 BN